পাক্ষিক

আহ্‌মদী

Fortnightly AHMADI

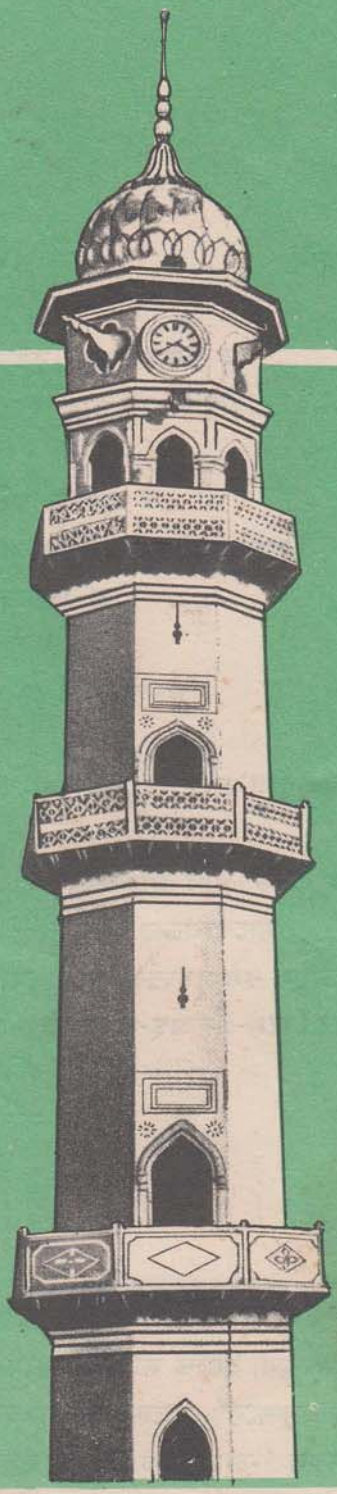

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য
জগতে আজ কুরআন
ব্যতিরেকে আর কোন
ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য বর্তমানে
মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল ও
শাফায়াতকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত
প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে
চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও
তাঁহার উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ ▮ ২১শ সংখ্যা
১৪ই রজব, ১৪০৭ হিঃ ।। ৩০শে ফাল্গুন ১৩৯৩ বাংলা ।। ১৫ই মার্চ ১৯৮৭ইং
বার্ষিক চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ৩০·০০ টাকা ।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৪০ বর্ষ
'আহ্‌মদী' ১৫ই মার্চ ১৯৮৭ ২১শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা ইব্‌রাহীম (১৪শ পারা ৩য় রুকু)	মূল : হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'আল্লাহ্‌র পথে সঠিক আমল'	অনুবাদ : মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	২
* অমৃতবাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মাওঃ আবদুল আযীয সাদেক	৩
* জুমুআ'র খোৎবা :	হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নজির আহমদ ভূইয়া	৫
* জুমুআ'র খোৎবা (সারসংক্ষেপ) :	হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মাওঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	১৪
* একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা—২৫ :	জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৯
* সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর গ্রন্থ-পরিচিতি —১৯ :	জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	২৫
* কবিতা :	জনাব মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান	২৮
* সংবাদ :		২৯

আখবারে আহমদীয়া

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) আল্লাহ্‌তায়ালার ফযলে লণ্ডনে কুশলে আছেন। আলহামদুলিল্লাহ।

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি হুজুরের সুস্বাস্থ্য ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ুর জন্য এবং গালবায়ে-ইসলামের লক্ষ্যে আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহার সকল পদক্ষেপে তাঁহাকে সাফল্যমণ্ডিত ও সর্বতোভাবে বিজয়ী করেন তজ্জন্য নিয়মিত সকাতর দোওয়া জারী রাখিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৪০শ বর্ষ : ২১শ সংখ্যা

১৫ই মার্চ ১৯৮৭ইং : ১৫ই আমান ১৩৬৬ হিঃ শামসী : ৩০শে ফাল্গুন ১৩৯৩ বাংলা

তরজমাতুল কুরআন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সূরা ইব্‌রাহীম—১৪

[ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহার ৫৩ আয়াত এবং ৭ রুকূ আছে]

১৩ তম পারা

১৪। এবং যাহারা কুফর করিয়াছিল তাহারা তাহাদের রাসূলগণকে বলিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদিগকে আমাদের দেশ হইতে বাহির করিয়া দিব, অথবা তোমরা অবশ্যই আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আসিবে;' তখন তাহাদের রাব্ব্ তাহাদের প্রতি ওহী করিলেন 'আমরা যালিমদিগকে নিশ্চয় নিপাত করিব,

১৫। এবং তাহাদের পর আমরা এই দেশে নিশ্চয় তোমাদিগকে আবাদ করিয়া দিব; ইহা (অর্থাৎ এই ওয়াদা) সেই ব্যক্তির জন্য যে আমার সমীপে দণ্ডায়মান হইতে ভয় করে এবং আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে।'

১৬। এবং তাহারা নিজেদের বিজয়ের জন্য দোওয়া করিল; ফলতঃ প্রত্যেক স্বৈরাচারী, (সত্যের) দুশমন পরাভূত হইল।

১৭। তাহার সামনে রহিয়াছে জাহান্নাম এবং তাহাকে অত্যন্ত গরম পানি পান করানো হইবে।

১৮। সে উহা অল্প অল্প করিয়া পান করিবে এবং উহা সহজে গিলিতে পারিবে না এবং সর্বস্থান হইতে মৃত্যু তাহার নিকট আসিবে, (তবুও) সে মরিবে না এবং ইহা ছাড়াও (তাহার জন্য) কঠিন আযাব নির্ধারিত আছে।

১৯। যাহারা তাহাদের রাব্ব্‌কে অস্বীকার করিয়াছে তাহাদের আমল সমূহের দৃষ্টান্ত সেই ছাইয়ের ন্যায় যাহাকে প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে বায়ু প্রবলবেগে উড়াইয়া লইয়া যায়,

(অবশিষ্টাংশ ৪-এর পাতায় দেখুন)

হাদিস শরীফ

আল্লাহ্‌র পথে সঠিক আমল

হযরত আবু হুরায়রাহ্ (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি, যাহাকে কিয়ামত দিবসে বিচারের জন্য আনা হইবে, সে এমন এক ব্যক্তি যে 'শহীদ' বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহাকে তাঁহার (আল্লাহ্‌র) নিকট আনা হইবে। তখন তিনি তাহাকে তাঁহার নিআ'মত সমূহ স্মরণ করাইবেন এবং ঐগুলি সে সনাক্ত করিয়া লইবে। অতঃপর তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, 'তথায় তুমি কি আমল করিয়াছিলে'? সে বলিবে, "আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার পথে যুদ্ধ করিয়াছি যতক্ষণে না শহীদ হই।" তিনি বলিবেন, 'তুমি মিথ্যা বলিতেছ; বরং তুমি বীর-যোদ্ধা আখ্যায়িত হইবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছ। অতএব তাহার বিপক্ষে বিচারের নির্দেশ প্রদান করা হইবে। ফলে তাহাকে তাহার মুখের উপর হেঁচড়াইয়া নেওয়া হইবে এমনকি সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবে।

অপর এক ব্যক্তি, যে জ্ঞান শিক্ষা লাভ করিয়াছে এবং (লোকদিগকে) শিক্ষা দিয়াছে এবং যে কুরআন পাঠ করিয়াছে, তাহাকেও তাঁহার নিকট আনা হইবে। অতঃপর তিনি তাহাকে তাঁহার নিআ'মতসমূহ স্মরণ করাইবেন, সে উহা সনাক্ত করিবে। তিনি বলিবেন, 'তুমি সেখানে কি আমল করিয়াছ'? সে বলিবে, 'আমি জ্ঞান অর্জন করিয়াছি এবং (অপরকে) উহা শিক্ষা দিয়াছি এবং তোমারই জন্য কুরআন পাঠ করিয়াছি'। তিনি বলিবেন, "তুমি মিথ্যা বলিতেছ; বরং তুমি এইজন্য জ্ঞান অর্জন করিয়াছ, যাহাতে তুমি জ্ঞানী আখ্যায়িত হইতে পার এবং কুরআনও তুমি এইজন্য পাঠ করিতে যাহাতে তোমাকে একজন 'ক্বারী' বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়; বস্তুতঃ তুমি ঐরূপই আখ্যায়িত হইয়াছিলে।" অতঃপর তাহার বিরুদ্ধে রায় ঘোষিত হইবে। ফলে তাহাকে তাহার মুখের উপর হেঁচড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইবে এমনকি সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবে।

আরও এক ব্যক্তি এমন, যাহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রাচুর্য দান করিয়াছেন এবং তাহাকে সব রকমের সম্পদ দান করিয়াছেন। অতঃপর তাহাকে তাঁহার নিকট আনা হইবে এবং তিনি তাহাকে তাঁহার নিআ'মতসমূহ স্মরণ করাইবেন, সে উহা সনাক্ত করিয়া লইবে। তিনি বলিবেন, 'তুমি সেখানে কি আমল করিয়াছ?' সে বলিবে, "এমন কোন পন্থা আমি পরিত্যাগ করি নাই, যাহাতে তুমি খরচ পসন্দ করিয়াছ কিন্তু আমি উহাতে খরচ করি নাই। তিনি বলিবেন, "তুমি মিথ্যা বলিতেছ; বরং তুমি এই জন্য ব্যয় করিতে যে, তুমি যেন একজন 'অতি দয়ালু' বলিয়া আখ্যায়িত হও।" অতঃপর তাহার সম্বন্ধে হুকুম দেওয়া হইবে এবং তাহাকে তাহার মুখের উপর হেঁচড়াইয়া নেওয়া হইবে; এমন কি সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হইবে। (মুসলিম, মিশকাত হাদীস গ্রন্থ-হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদঃ মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

মানুষের বক্ষ আল্লাহ্র ঘর এবং অন্তঃকরণ হাজরে আস্ওাদ

ইহা সরল অন্তকরণে স্মরণ রাখিও যে, যেরূপভাবে আল্লাহ্র ঘরে একটি হাজরে আস্ওাদ আছে তদ্রূপই মানুষের বক্ষে কাল্ব (অন্তর) আছে। আল্লাহর ঘরের উপরও এক যুগ আসিয়াছিল যখন কাফির উহাতে মূর্তি রাখিয়া দিয়াছিল। বায়তুল্লাহর উপর এইরূপ সময় না আসাও সম্ভব ছিল, কিন্তু আল্লাহ ইহাকে এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ রাখিতে চাহিয়াছেন। মানুষের অন্তরও হাজরে আস্ওাদের ন্যায়, এবং তাহার বক্ষ বায়তুল্লাহ (আল্লাহর ঘর) সদৃশ। আল্লাহ ভিন্ন অন্য বস্তুর চিন্তা ও ধারণা সমূহ হইতেছে ঐ সকল মূর্তি যাহা ঐ কা'বাতে রাখা হইয়াছে। মক্কা মুয়ায্যমার মূর্তিগুলি উৎপাটিত করা হইয়াছিল। ঐ সময় যখন আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দশ হাজার পবিত্রাত্মার জামাআ'তসহ তথায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং মক্কা বিজিত হইয়াছিল। এই দশ হাজার সাহাবাকে পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে মালাইকা বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ফিরিশ্তাদের ন্যায়ই তাহাদের শা'ন ও মর্যাদা ছিল। মানবীয় শক্তি সমূহও এক হিসাবে মালাইকারই মর্যাদা রাখে। কারণ মালাইকার শা'ন ও মর্যাদা হইল এই যে, يفعلون ما يؤمرون (তাহাদিগকে যাহা বলা হয় তাহাই তাহারা পালন করে)। তদ্রূপ ভাবে মানবীয় শক্তি সমূহেরও এইরূপ বৈশিষ্ট্য আছে যে, তাহাদিগকে যাহা আদেশ দেওয়া হয়, তাহা তাহারা পালন করে। ঠিক এইরূপই সকল মানবীয় শক্তি এবং অংঙ্গপ্রত্যঙ্গ মানুষের আদেশের অধীন। সুতরাং আল্লাহ ভিন্ন সকল বস্তুর মূর্তি সমূহকে পরাস্ত ও উৎপাটিত করার জন্য উহাদের উপর চড়াও করা অপরিহার্য বিষয়। এই লশ্কর আত্মশুদ্ধির দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহাকেই জয় দান করা হয় যে, আত্মশুদ্ধি করে। কুরআন করীমে আল্লাহ্তায়ালা ইরশাদ করিয়াছেন قد افلح من زكها (সে-ই সফল হইল যে আত্মশুদ্ধি করিল)। হাদীস শরীফে আসিয়াছে, অন্তরের সংশোধন হইলে সমস্ত দেহের সংশোধন হইয়া যায়। ইহা কত সত্য কথা। চোখ, কান, হাত, পা, জিহ্বা ইত্যাদি যতগুলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে সকলই অন্তরের আদেশের উপর আমল করে। একটি খেয়াল সৃষ্টি হয়; অতঃপর উহা যে অঙ্গ সম্বন্ধীয় হয় তৎক্ষণাৎ উহা আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হইয়া যায়।

মোট কথা, এই ঘরকে প্রতিমা সমূহ হইতে পবিত্র ও পরিস্কার করার জন্য জিহাদের প্রয়োজন আছে। এই জিহাদের পথ আমি তোমাদিগকে বলিতেছি এবং নিশ্চয়তা দিতেছি,

উহার উপর আমল করিলে নিশ্চয় সেই প্রতিমাগুলিকে তোমরা ভাঙ্গিতে সক্ষম হইবে। এই পথ আমার নিজের বানানো নহে বরং আল্লাহ্ আমাকে আদিষ্ট করিয়াছেন যেন আমি ইহা ব্যক্ত করি। সেই পথ কি? আমার অনুসরণ কর, আমার পিছনে ধাবিত হও। এই আওয়ায কোন নুতন আওয়ায নহে। মক্কাকে প্রতিমা হইতে পবিত্র করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামও উচ্চারণ করিয়াছিলেন قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله (যদি তোমরা আল্লাহর মহব্বত লাভ করিতে চাহ তাহা হইলে তোমরা আমার অনুসরণ কর, ফলে আল্লাহ্ তোমাদের সঙ্গে মহব্বত করিবেন।) ঠিক এইরূপই তোমরা আমার অনুসরণ করিলে নিজেদের প্রতিমাগুলিকে চুর্ণ-বিচুর্ণ করিতে সক্ষম হইবে। এবং এইভাবে বক্ষকে, যাহা নানা প্রতিমা দ্বারা পরিপূর্ণ, পরিষ্কার করিতে সক্ষম হইবে। আত্মশুদ্ধির জন্য চিল্লাকাশির প্রয়োজন নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাহাবা রিযওয়ানুল্লাহ আলায়হিম চিল্লাকাশি করেন নাই। 'আররাহ, লা-ইল্লা' ইত্যাদির কোন ওীর্দ করা হয় নাই বরং তাহাদের নিকট অন্য একটিই বস্তু ছিল, তাহারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আনুগত্যে নিমগ্ন ছিলেন। যে নূর আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল উহা আনুগত্যের নলের মাধ্যমে সাহাবাদের অন্তরের উপর নিপতিত হইত এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য সকল খেয়াল ও ধারণাকে চুর্ণবিচুর্ণ করিয়া দিত। আঁধারের পরিবর্তে তাহাদের বক্ষ নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করা হইত। এই সময়ও মনে রাখিও, সেই অবস্থাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই নূর যাহা খোদার নলের মাধ্যমে আসিয়া থাকে, তোমাদের অন্তরের উপর নিপতিত হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মশুদ্ধি হইতে পারে না। মানুষের বক্ষ জ্যোতিসমূহের বিকাশস্থল এবং এই কারণে উহা বায়তুল্লাহ বলিয়া আখ্যায়িত হইয়াছে।

(মালফুযাত ১ম খণ্ড ১৮৭ পৃঃ)

অনুবাদঃ মোঃ আবদুল আযীয সাদেক

(তফসীরে সগীরের অবশিষ্টাংশ ১ম পাতার পর)

তাহারা যাহা কিছু অর্জন করিয়াছে উহার মধ্যে কোন অংশের উপরই তাহাদের ক্ষমতা থাকিবে না, বস্তুতঃ ইহাই হইল চরম পর্যায়ের ধ্বংস।

২০। তুমি কি প্রত্যক্ষ কর না, আল্লাহ আসমান সমূহ ও যমীনকে হক্ ও হিকমতের সহিত সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি চাহিলে তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারেন এবং অন্য কোন নূতন সৃষ্টি আনিতে পারেন।

২১। এবং ইহা আল্লাহর জন্য (আদৌ) কঠিন কাজ নহে।

২২। তাহারা সকলেই আল্লাহর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে, তখন দুর্বল লোকেরা ঐ সকল লোককে বলিবে যাহারা অহংকার করিয়াছিল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের অনুসরণকারী ছিলাম, অতএব তোমরা কি (এখন) আমাদের উপর হইতে আল্লাহর আযাবের কিছু পরিমাণ দূর করিতে পার?' তাহারা উত্তরে বলিবে, 'যদি আল্লাহ আমাদিগকে হেদায়াত দিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয় আমরাও তোমাদিগকে হেদায়াত দিতাম, আমাদের অধৈর্য হওয়া অথবা আমাদের ধৈর্য ধারন করা উভয়ই আমাদের জন্য সমান, আমাদের পরিত্রাণের আর কোন উপায় নাই।' ৩য় রুকূ

(ক্রমশঃ)

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৫শে জানুয়ারী ১৯৮৫ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(পাকিস্তানে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনার নেহায়েত বেদনাদায়ক অভিযান এবং উহার পটভূমি বর্ণনা করিতে গিয়া হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) বলেন, আহমদীদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারের অন্যায় ও অত্যাচারমূলক কার্যকলাপ করা সত্বেও সরকারের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। একদিকে আহমদীদের মধ্যে পূর্বের চাইতে কয়েকগুণ অধিক সুউচ্চ লক্ষ্য এবং কুরবাণীর নূতন আকাঙ্খা সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যদিকে জনসাধারণের বিবেককে ঝাঁকুনী দেওয়ার জন্য যে উপকরণ আমরা সৃষ্টি করিতে পারি নাই, আল্লাহ্‌তায়ালার তক্‌দীর তাহা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। ১৯৭৪ সনে ভুট্টো সাহেবের আমলে আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে কিভাবে কার্যক্রম গৃহীত হয় এবং বর্তমান সরকার কিভাবে আহমদীয়া জামাতের বই পুস্তক ও প্রেস বাজেয়াপ্ত করিয়া এবং জামাতের পত্র-পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিয়া আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে নিজেদের মিথ্যা অপবাদপূর্ণ বিপুল পরিমাণ পুস্তক-পুস্তিকা সারা বিশ্বে ছড়াইয়া দিতেছে—হুযূর আকদাস (আইঃ) উহারও আলোচনা করেন। খোৎবার উক্ত অংশটির বঙ্গানুবাদ পাক্ষিক আহমদীর বিগত সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে। খোৎবার অবশিষ্ট অংশটির অনুবাদ বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা হইল—অনুবাদক)।

অতঃপর হুযূর আকদাস (আইঃ) বলেন ঃ—

ইহা হইল ভীরুতা, যাহা সদা সর্বদা দুর্বলতার লক্ষণ হইয়া থাকে এবং এইভাবে তাহারা নিজেদের পরাজয় স্বীকার করিয়া লইয়াছে। পৃথিবীর কোন শক্তি, যাহারা যুক্তি প্রমাণে শক্তিশালী তাহারা অস্ত্র উঠাইয়া নেয়না এবং অন্যের বক্তব্য উপস্থাপনের পথে আইনগত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া দেয় না। ইহা বিবেক বুদ্ধির পরিপন্থী এবং তাহাদের

নিজেদের স্বার্থেরও পরিপন্থী। এইজন্য সকল আইনগত প্রচেষ্টা, যাহা এই ব্যাপারে কাজে লাগানো হইতেছে, যে কোন প্রকারে আহমদীয়া জামাতের উপর আক্রমণতো করিয়া দেওয়া হউক, কিন্তু আহমদীয়া জামাতকে উত্তরের সুযোগ দেওয়া হইবে না, ইহা জঘন্য ভীরুতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ এবং পরাজয়ের শেষ স্বীকৃতি যে, দলিল প্রমাণের ময়দানে তাহারা শূন্য ও রিক্ত। বস্তুতঃ একদিকে আহমদীয়া জামাতের সদস্য সংখ্যা এত কম বলিয়া ঘোষণা করা হইতেছে যে, তাহাদের সংখ্যা সত্তর-আশি হাজারের অধিক নয় এবং অন্যদিকে এই প্রোপাগাণ্ডা করা হইতেছে যে, আহমদীয়াত ইসলাম জাহানের জন্য বিপদ এবং এইরূপ একটি বিপদ ইতিপূর্বে ইসলাম জাহানে কখনো দেখা দেয় নাই। তাহারা প্রোপাগাণ্ডা করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বরং তাহারা আহমদীয়াতের লিটারেচারও বাজেয়াপ্ত করিয়া দিয়াছে। এই সকল কাজ সম্বন্ধে বড়ই গর্বের সহিত বলা হইতেছে যে, 'দেখিয়াছ, এই বিপদ আমরা দূর করিয়া দিয়াছি'।

বস্তুতঃ পূর্ববর্তী সরকারের কাজের তুলনা করিয়া বর্তমান সরকার যে শ্বেতপত্র প্রকাশ করিয়াছে, ইহাতে তাহারা লিখিয়াছে যে, যথার্থভাবেই পূর্ববর্তী জাতীয় সংসদের ইহা একটি বড় কীর্ত্তি (অর্থাৎ আহমদীদিগকে সংখ্যালঘু অমুসলমান ঘোষণা করা—অনুবাদক)। কিন্তু এতদসত্বেও উক্ত জাতীয় সংসদকে বর্তমান সরকারকে রহিত করিতে হইয়াছিল এবং উহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হইয়াছে যে, ইহার সকল সদস্য (ইল্লা মাশাআল্লাহ) চরিত্রহীন ও দুস্কৃতিকারী। ইহার পরেও বর্তমান সরকার উক্ত জাতীয় সংসদের কীর্ত্তিকে স্বীকার করিয়াছে। যেহেতু ইহাদের চিন্তা ভাবনা তাহাদের সহিত মিলিত এবং উভয়ের ধরণ-করণ একই, অতএব তাহাদের কীর্ত্তিকেতো স্বীকার করিতেই হইবে। ইহাতো কেবল-মাত্র স্বীকার করিয়া নেওয়ার ব্যাপার নয়। উক্ত সংসদের ইহা একটি বড়ই মহান কীর্ত্তি ছিল, যাহার দ্বারা বাহ্যতঃ একশত বৎসরের সমস্যা সমাধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে (ভুট্টো সাহেব মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, জাতীয় সংসদের মাধ্যমে আহমদীদিগকে অমুসলমান ঘোষণা করিয়া তিনি একশত বৎসরের একটি পুরাতন সমস্যা সমাধান করিয়া দিয়াছেন—অনুবাদক)। কিন্তু তাহারা এই একশত বৎসরের সমস্যা সম্পূর্ণরূপে সমাধান করিতে পারে নাই। কেননা, এই ব্যাপারে যে সকল আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন ছিল, তাহা ইহাদের (অর্থাৎ বর্তমান জিয়াউল হক সরকারের) অদৃষ্টে লিপিবদ্ধ ছিল। বস্তুতঃ বর্তমান সরকার ঐ সকল আইন প্রণয়ন করিয়া আহমদীয়া জামাতকে চিরকালের জন্য অচল করিয়া দিয়াছে এবং এখন আর ইসলামী জাহানের জন্য কোন বিপদ রহিল না।

প্রশ্ন এই যে, এই সমস্যা কিভাবে সমাধান করা হইয়াছে এবং মুসলমানদিগকে কি ভাবে এই বিপদ হইতে রক্ষা করা হইয়াছে? এই সম্বন্ধে সরকারী শ্বেতপত্রের পরিশেষে লেখা হইয়াছে যে, 'আমরা সমস্যা এইভাবে সমাধান করিয়াছি যে একটি আদেশের বলে আহমদীয়া জামাতের তরফ হইতে আযান দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের

নিজদিগকে মুসলমান বলা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন তাহারা কলেমা পড়িতে ও লিখিতে পারে না, তাহাদের মসজিদকে মসজিদ বলিতে পারে না, তাহারা মুসলমানের ধরন-করণ অনুসরণ করিতে পারে না এবং তাহারা কুরআন করীমের আদেশ নির্দেশের উপর আমল করিতে পারে না। দেখ, এখন আমরা কত সন্তুষ্ট। আমরা কত বড় সাংঘাতিক সমস্যা সমাধান করিয়া দিয়াছি।' অবশেষে তাহারা সমস্যা সমাধানের এই পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছে। কিন্তু বোকামীরও একটা সীমা আছে। অর্থাৎ চালাকীর মধ্যেও কোন কোন সময় বোকামী নিহিত থাকে এবং ইহার কারণ এই যে, যে ব্যক্তির নিকট সত্য থাকে না, সে চালাকীর মাধ্যমে নিজ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করে এবং সততা না থাকার দরুন চালাকীর মধ্যে একটি বোকামী ঢুকিয়া পড়ে এবং উহা নিশ্চয়ই নিজেকে প্রকাশ করে। এই জন্য এই আভ্যন্তরীন স্ব-বিরোধ এবং এই বোকামীসমূহ—এই সব কিছুই একটি মিথ্যা চালাকীর ফল। নতুবা সৎ-বুদ্ধির দরুন এই স্ব-বিরোধ সৃষ্টি হইতে পারে না।

সুতরাং, বর্তমান সরকার এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছে এবং নিজদিগকে ভুট্টো সরকারের চাইতে অধিক চালাক মনে করিয়াছে এবং বলিয়াছে যে, তাহাদের তো ইহাই বোকামী ছিল যে, তাহারা জাতীয় সংসদে আমাদিগকে প্রশ্ন-উত্তরের সুযোগ দিয়াছিল। বস্তুতঃ শ্বেত-পত্রে এই কথাও লেখা হইয়াছে যে, প্রকৃতপক্ষে যে নবুয়তের দাবী করে তাহার সহিত আলাপ আলোচনা করাই উচিত নয় এবং যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে তাহাকে পরাস্ত করার চেষ্টা করাই বোকামী। এই জন্য আমরা যে প্রতিকার বিধান করিয়াছি, উহা ব্যতীত আর কোন প্রতিকার নাই। কিন্তু এতদসত্বেও তাহারা সমগ্র বিশ্বে মিথ্যা অপবাদ রটনার যালে-মানা কার্য্যকলাপ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কুরআন করীম হইতে জানা যায় যে, যালিমদের প্রচেষ্টা তাহাদের কোন উপকারে আসে না। বলা হইয়াছে, فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمت لا يبصرون

এইরূপ ব্যক্তি, যাহারা মুনাফিক্, তাহারা দাবী করে একটা কিছু, কিন্তু আমল করে অন্য কিছু। তাহারা জ্ঞানের কথা বলে, কিন্তু জ্ঞানের সাথে সাথে নেহায়েত বোকামীপূর্ণ কাজও করিতে থাকে। তাহাদের প্রচেষ্টা কখনো তাহাদের কাজে আসে না। তাহারা আগুনতো নিশ্চয়ই লাগাইয়া দেয়, কিন্তু তাহারা আগুন হইতে যে তামাশা দেখিতে চায়, খোদাতায়ালা তাহাদিগকে ঐ তামাশা হইতে বঞ্চিত করিয়া থাকেন। তিনি তাহাদের অন্তর্দৃষ্টির জ্যোতিঃ ছিনাইয়া নেন। আগুনতো তাহারা জ্বালানোর জন্য লাগাইয়া থাকে। কিন্তু ঐ আগুন তাহা-দিগকে অন্তর্দৃষ্টির জ্যোতিঃ হইতেও বঞ্চিত করিয়া দেয় এবং অতঃপর তাহাদিগকে এইরূপ অন্ধকারে ছাড়িয়া যায় যে, তাহারা কিছুই দেখিতে পারে না। বস্তুতঃ বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধাচরণমূলক প্রচেষ্টাও কার্য্যতঃ আহমদীয়া জামাতের ফায়দার কারণ হইয়াছে এবং ইনশাআল্লাহ ফায়দার কারণ হইতে থাকিবে।

বর্তমানে আহমদীয়া জামাত এইরূপ যুগের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছে, যাহার সম্বন্ধে কুরআন করীমে আল্লাহতায়ালা বলেন عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم কোন

কোন সময় এইরূপ হইয়া থাকে এবং তোমাদের সঙ্গেও এইরূপ হইবে যে, তোমরা কোন একটা বস্তুকে অপসন্দ কর, তোমাদের মনে কষ্ট হয় এবং তোমাদের ব্যাথা লাগে, কিন্তু وهو خير لكم ; উহা তোমাদের জন্য কল্যাণের কারণ হয়। তোমরা শিশুদিগকে তিক্ত ঔষধ খাওয়াইয়া থাক, তাহাদিগকে ইঞ্জেকশান দিয়া থাক, তাহারা চিৎকার করিতে থাকে তোমরা তাহাদের হাত ধরিয়া রাখ, এবং তাহাদের কোন কথাই শুননা। শিশুদের সহিত এই আচরণ এই জন্য করা হইয়া থাকে যে, উহার মধ্যে তাহাদের কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। অনুরূপভাবে আল্লাহতায়ালা বলেন যে, আমরাও তোমাদের জন্য কোন কোন সময় এইরূপ তদবীর করিব, যাহাতে তোমাদের যারপর নাই কষ্ট হইবে। কিন্তু অবশেষে উহা তোমাদের জন্য কল্যাণের কারণ হইবে। বস্তুতঃ আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধে পাকিস্তান সরকার সমগ্র বিশ্বে যে লিটারেচার ও পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়াছে, ইহার একটি বড় উপকার এই হইয়াছে যে. সারা বিশ্বে জামাতের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কোন কোন লোকের ধ্যান ধারণাতেও এই কথা ছিল না যে, পৃথিবীতে আহমদীয়া জামাত বলিতে কোন জামাতও রহিয়াছে। এখন তাহাদের নিকট পর্য্যন্ত এই সংবাদ পৌঁছিয়াছে এবং সারা জগতের পত্র পত্রিকাও এই বিষয়টি নোটিশে আনিয়াছে ও ইহাকে গুরুত্ব দিয়াছে। বস্তুতঃ প্রচার ও পরিস্থিতির দিক হইতে আহমদীয়াত এই অধ্যাদেশ জারী হওয়ার পূর্বের সময় হইতে আজ অন্যূনপক্ষে বিশগুণ অধিক পরিচিত হইয়াছে। আমেরিকা, এমনকি ইংল্যাণ্ডেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক জামাতের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিল। ইহা স্বাভাবিক যে, দুই একটি মিশনের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের বসতিকে নাড়া দেওয়া সম্ভবপর নয়। মানুষ আগ্রহ প্রকাশ করিত না। কিন্তু বর্তমান বিরুদ্ধাচরণে জামাত যে অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছে এবং দুঃখ কষ্টে নিপতিত হইয়াছে, ইহার ফলশ্রুতিতে মানুষের মধ্যে এক স্বাভাবিক সহানুভূতি সৃষ্টি হইয়াছে এবং এই সহানুভূতির দরুন জামাতের ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। লোকেরা জামাতের লিটারেচার ও পুস্তকাদি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এবং জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তোমরা কে? অতঃপর ইহা ব্যতীত যে অভাব রহিয়া গিয়াছিল, তাহা পাকিস্তান সরকারের অন্যায় ও অসঙ্গত লিটারেচার পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। কেননা তাহাদের লিটারেচারের ধরণই এইরূপ, যাহাতে একজন বিবেকশীল মানুষের এই ধারণা হইয়া যায় যে, নিশ্চয় ভিতরে কিছু একটা গোলমাল রহিয়াছে। একদিকে আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধে ইহারা বলে যে, আহমদীরাতো সংখ্যায় অতি অল্প। একশত বৎসর চেষ্টা করিয়াও তাহারা সংখ্যায় সত্তর-আশি হাজারের বেশী বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই এবং অন্যদিকে কোটি কোটি লোকের কত বড় সরকার তাহাদিগকে লইয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছে। কেবলমাত্র ইহাই নহে। বরং সমগ্র ইসলাম জাহানের জন্য আহমদীয়াতকে বিপদ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইহা এতই অযৌক্তিক কথা যে, প্রত্যেক ব্যক্তি ইহা গলাধঃকরণ করিতে পারে না। এই জন্য এই বিষয়টি পড়ার

দরুন এইরূপ একজন ব্যক্তি, যে নাকি জামাত সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তাহার মধ্যেও জামাত সম্বন্ধে একটি সহানুভূতির সঞ্চার হয়। কমপক্ষে জামাত সম্বন্ধে জানার অনুসন্ধিৎসা নিশ্চয়ই তাহার মধ্যে সৃষ্টি হয়।

আল্লাহ্‌তায়ালার ফযলে আমাদের জন্য আরো একটি বড় উত্তম সুযোগ হস্তগত হইয়াছে, যাহা আমরা পূর্বে হারাইয়াছিলাম। ঘটনাটি এই যে, বিগত সরকার সংসদের কার্য্যক্রম সম্বন্ধে আমাদের হাত বাঁধিয়া দিয়াছিল। বর্তমান সরকার ঐ হাত একদিক হইতে খুলিয়া দিয়াছে এবং আমাদিগকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ দান করিয়াছে। বিগত সরকার আমাদের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিল যে, আমরা এই সকল প্রশ্ন-উত্তর জগত-বাসীর নিকট প্রকাশ করিতে পারিব না। কিন্তু বর্তমান সরকার সকল প্রশ্ন তাহাদের নিকট হইতে চুরি করিয়াছে। কেননা আমিতো ঐ অবস্থার মধ্য দিয়া অতিক্রম করিয়াছি। আমি অবগত আছি যে, সকল প্রশ্ন হুবহু ঐগুলিই, যাহা জাতীয় সংসদে উথাপন করা হইয়াছিল। অবশ্য এই পন্থা অবলম্বন করা হইয়াছে যে, ঐগুলির মধ্য হইতে কিছুতো শ্বেতপত্রে সামেল করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অধিকাংশ একটি পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যদিও ইহা একটি নোংরা ও ময়লা নেকড়া তথাপি ইহা পুস্তিকা নামে পরিচিত। ইহাকে 'জাতীয় ডাইজেষ্ট' বলা হইয়া থাকে। জানি না এই জন্য ইহাদিগকে কত লক্ষ টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই মুদ্রিত পুস্তিকাটির সবটাই হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের বিরুদ্ধে সরাসরিভাবে মিথ্যা অপবাদের একটি আবর্জনা-স্তুপ। ইহাতে শালীনতা বিবর্জিত কথাগুলি তাঁহার (আঃ) প্রতি আরোপ করা হইয়াছে এবং এইরূপ জঘন্য ও অশ্লীলভাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে যে, কোন সম্ভ্রান্ত মানুষ এই কথাগুলি পড়িতেই পারে না এবং যদি পড়েনও তাহা হইলে হতবিহ্বল হইয়া এই বাজারী ঢং এর লেখাটিকে ঘৃণাভরে ছুঁড়িয়া ফেলিবেন। কিন্তু বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া ইহাকে একটি খুবই আড়ম্বর ও ও জাঁক-জমকপূর্ণ পুস্তিকার অবয়ব দিয়া মুদ্রিত করা হইয়াছে এবং সরকারী শ্বেত-পত্রে যে সকল আপত্তি বাকী রহিয়া গিয়াছিল উহার সবগুলি ইহার মধ্যে সামেল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা রীতিমত একটি পরিকল্পনা ছিল এবং এখন আহরারদের কোন কোন একান্ত পুঁতিগন্ধময় নেকড়াগুলি ইশতেহারের আকারে প্রত্যেহ প্রকাশিত হইতেছে, যাহার প্রতি পাকিস্তানের সম্ভ্রান্ত জনগণ কখনো মনোযোগ দেন না। এইগুলিকে সরকার কর্তৃক এতই গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে যে, তথ্য মন্ত্রণালয় এইগুলি খরিদ করিয়া সমগ্র বিশ্বে পাকিস্তানের দূতাবাস গুলিতে প্রেরণ করিতেছে, যেন তথ্য মন্ত্রনালয় মনে করে যে, পাকিস্তানের দূতাবাসগুলি কেবলমাত্র এই কাজের জন্যই উৎসর্গীকৃত। তাহারা একদিন গিয়া দেখুক না, দূতাবাসগুলিতে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে প্রেরিত লিটারেচার ও পুস্তিকাদি দ্বারা কি করা হয়। আজকালতো শীতকাল। ইহা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয় যে, দূতাবাসগুলিতে এইগুলি জ্বালাইয়া হাত সেঁকা হইতেছে এবং এইভাবে এইগুলির সদ্ব্যবহার করা হইতেছে। দূতাবাসগুলির কর্মচারীরা যেন কাণ্ড-জ্ঞান

হারাইয়া ফেলিয়াছে যে, তাহারা অন্যান্য মজাদার বিষয় হইতে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিবে। ইউরোপ ও আমেরিকার আরাম আয়াসের প্রতি চক্ষু বন্ধ করিয়া এবং নিজেদের স্বার্থ হইতে মুখ ফিরাইয়া আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধে একতরফা ও মিথ্যা কথা পড়ার জন্য তাহারা কেন সময় নষ্ট করিবে? যাহারা কূটনৈতিক পেশায় কাজ করিয়াছেন তাহারা জানেন যে, বাহিরের দূতাবাসগুলিতে কি হইয়া থাকে এবং এই ধরনের পুস্তকাদি বা লিটারেচারের মূল্যই বা কতটুকু হইয়া থাকে। কেবলমাত্র পুস্তকের শিরোনামের উপর একটি ভাসা ভাসা দৃষ্টি দেওয়া হইয়া থাকে এবং ঐ পর্যন্তই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে, আহমদীয়া জামাত নিশ্চয় এমন একটি জামাত যাহা মনোযোগের দাবী রাখে। অতএব আমাদের বিরুদ্ধে যে সকল লিটারেচার ও বই পুস্তক ছাপানো হইতেছে, ঐগুলির মূল্য ইহার চাইতে অধিক কিছু নাই। ঐ গুলিকে জ্বালাইয়া কেহ বা চা গরম করিয়া থাকিবে এবং কেহ বা হাত সেঁকিয়া লইবে।

যাহা হউক, বর্তমান সরকারের পক্ষ হইতে নেহায়েত অশ্লীল ও জঘন্য ধরনের লিটারেচার ও বই পুস্তকাদি রীতিমত খরিদ করিয়া বাহিরের দূতাবাসগুলিতে প্রেরণ করা হইতেছে এবং ইহারা মনে করিতেছে যে, কীর্তি স্থাপন করিয়া চলিয়াছে! ইনশাআল্লাহ এই ধরনের লিটারেচারের উত্তর দেওয়া হইবে। অবশ্য বেশীর ভাগ উত্তর প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু খোৎবার ব্যাপারে বলিতে হয় যে, ইহাতে অনেক ধরনের প্রয়োজন দেখা দিতে থাকে। কাজেই ধারাবাহিকভাবে তাহাদের মিথ্যা অপবাদগুলি খণ্ডন করিতে হইবে; কিন্তু খোদা যতখানি তওফিক দান করিবেন আমি কিছু অংশ খোৎবার আকারে এবং কিছু তুলনামূলক ভাবে দীর্ঘ বক্তৃতার আকারে বর্ণনা করিব্। সমগ্র বিশ্বের নিকট আমাদের নিজের কথা একটি বিতর্কের আকারে পেঁছানোর সুযোগ এবং এই কথা বলিয়া পেঁছানোর সুযোগ যে, পাকিস্তান সরকার এই মতলব ও এই অজুহাতের ভিত্তিতে আমাদিগকে কাফির মনে করে বা অমুসলমান মনে করে, তাহা হাতছাড়া হইয়া গিয়াছিল। কেননা পূর্বেতো ঐ অজুহাতের কথা আমরা বলিতে পারিতাম না, আইন আমাদের হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছিল এবং আমরা নিজেদের ওয়াদায় পাকা। এই জন্য আমরা অপারগ ছিলাম। আমরা নিজেদের উত্তর প্রকাশ করিতে পারিতাম না। এখন উহার উপর বর্তমান সরকারের মোহর লাগিয়া গিয়াছে। তাহারা নিজেদের নীতিও বলিয়া দিয়াছে। এখন আমাদের যে রীতি ও অবস্থান রহিয়াছে উহা আমরাই বলিব; ইনশাআল্লাহ, এবং যেভাবে চাহিব সেভাবে বলিব এবং সমগ্র জগদ্বাসীকে বলিব এবং পৃথিবীর সকল ভাষায় বলিব। ইহারাতো আমাদের মোকাবেলা করিতেই পারে না। ইহাদের কোন ক্ষমতাই নাই। যুক্তি প্রমাণের সামনে যদি ইহারা দাঁড়াইতে পারিত, তাহা হইলে কি ইহারা আমাদিগকে আত্ম-পক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিত না—যুক্তি প্রমাণের সামনে যদি ইহাদের দাঁড়াইবার সাহস থাকিত, তাহা হইলে আমাদের পুস্তকাদি বাজেয়াপ্ত করার কি প্রয়োজন ছিল? আমাদের পত্র-পত্রিকা বন্ধ করার কি প্রয়োজন ছিল? আমাদের প্রেস

সীল করার কি প্রয়োজন ছিল? ইহারা ভীরু দল। ইহাদের তো দাঁড়াইবার মত পা-ই নাই। ইহাদের মধ্যে যদি সামান্যতম সাহসও থাকিত, তাহা হইলে জামাতকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ দিত। কিন্তু সুযোগ তো ইহারা আমাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া নিতে পারে না। আমরাতো ইহাদের অশ্লীল লিটারেচার ও পুস্তকাদির উত্তর সর্বত্র পৌঁছাইব এবং পাকিস্তানেও পৌঁছাইব। ইনশাআল্লাহতায়ালা পৃথিবীর কোন শক্তি আহমদীয়া জামাতের উন্নতিকে প্রতিরোধ করিতে পারে না। কেননা ইহা খোদা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামাত। এখন এই প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকিল যে, আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে এই অবস্থা কত দিন চলিবে? ইহার উত্তরে আমি পূর্বে যেমন কিনা বলিয়াছি যে, ইহার সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালাই উত্তম অবগত আছেন। কিন্তু আমি কেবলমাত্র এতটুকু বলিয়া আজিকার খোৎবা শেষ করিব যে, কোন কোন লোকের চিঠি পত্র হইতে কিছুটা হতাশার সুর বাজিয়া উঠে। ইহা আমাকে খুবই পীড়া দেয়। ইহাকে হতাশা বলা উচিত নয়। হতাশা নাম না দিয়া ইহার অন্য কোন নাম দেওয়া উচিত। কেননা এইরূপ বন্ধুগণ খোদার রহমত সম্বন্ধেতো হতাশাগ্রস্ত নয়। কিন্তু তাহারা যাহা বলিতে চাহিতেছে, তাহাতে খুব জলদী করা হইতেছে এবং তাহারা বড়ই ত্বরা করিতেছে। তাহারা এইরূপ মনে করে যে, বর্তমান পরিস্থিতি অতীতের বিরুদ্ধাচরণগুলি হইতে এই দিক হইতে ভিন্নতর যে, এখন সম্ভবতঃ এই দেশ হইতে আমাদের কেন্দ্রকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে এবং বিপদাপদের একটি সময় সম্মুখে রহিয়াছে। এতদসত্বেও যেমন কিনা সর্বদা হইয়া আসিতেছে, তাহারা এই দৃঢ় বিশ্বাসও পোষণ করে যে, ইহার ফলশ্রুতিতে আমরা মহান বিজয়ের সৌভাগ্য লাভ করিব। কিন্তু আমি মনে করি যে, বড় জলদী এইরূপ উপসংহারে পৌঁছানো হইয়াছে। আমিতো এইরূপ উপসংহারে পৌঁছানোর জন্য কোন মতেই সম্মত নই। অবশ্য এই কথা বলা ঠিক যে, ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্তি করিতে থাকে। কিন্তু নীতিগতভাবে পুনরাবৃত্তি করে এবং উক্ত নীতি কুরআন করীমে আল্লাহতায়ালা সংরক্ষিত করিয়াছেন। সুতরাং ঐ নীতিরতো নিশ্চয় পুনরাবৃত্তি ঘটিবে। কেননা উহাকে সুন্নাতুল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহতায়ালার বিধান) বলা হয় এবং উহা নবীগণের সুন্নতে পরিণত হইয়া যায়। কিন্তু এই নীতির চিত্র ভিন্নতরও হইতে পারে। অর্থাৎ কার্য্যতঃ উহা যেভাবে প্রকাশিত হয়, অনুরূপভাবে উহার আকারও পরিবর্তিত হইতে পারে। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, এখন এই ঘটনা এইরূপ প্রকাশিত হইবে—ইহা সঠিক সিদ্ধান্ত নহে। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহতায়ালা স্বয়ং সুস্পষ্টভাবে সংবাদ দিয়া দেন, অথবা পরিস্থিতি এইভাবে দেদীপ্যমান হইয়া সম্মুখে উপস্থিত না হয় যে, উহাকে স্বীকার না করিয়া উপায় থাকে না, ইহাতে তড়ি-ঘড়ি করা উচিত নয়।

খোদার কোন তক্‌দীর হইতে পলায়নের পথ নাই। খোদার তক্‌দীরে আমরা নারায হইতে পারি না। এতদসত্বেও আমি আপনাদিগকে তাকিদ করিতেছি যে, এই সিদ্ধান্তে ত্বরা করিবেন না। কেননা যখন আপনারা এই সিদ্ধান্ত নিবেন, তখন আপনাদের দোওয়ায় দুর্বলতা দেখা দিবে এবং আপনাদের দোওয়ার ব্যাকুলতা কিছুটা হ্রাস পাইবে। আপনারা মনে করিবেন যে, ইহা একটি লম্বা ব্যাপার। ইহাতে কোন পার্থক্য নাই এবং এইভাবে হইয়া আসিয়াছে। এমতবস্থায় যে ব্যাকুলতা ও অস্থিরতাসহ দোওয়া করা হইয়া থাকে, উহাতে ঐ গভীরতা থাকে না। ইহা একটি বড় ক্ষতি, যাহা হইতে স্বর্গীয় জামাতের বাঁচিয়া থাকা জরুরী। সুতরাং ঐ তক্‌দীরই চলিবে, যাহা খোদার তক্‌দীর। উহাকেতো কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না। তাহা হইলে নিজেদের দোওয়া ও বিনীত প্রার্থনার মানকে কেন নীচু করিবেন? সেইতো সিপাহী হইয়া থাকে, যে নাকি ময়দানে যুদ্ধ করিতে থাকে, বুকে গুলির আঘাত খায় এবং পিছে হটে না।

অতএব খোদার তক্‌দীরের সহিত কেহ যুদ্ধ করিতে পারে না। খোদার তক্‌দীর স্বয়ং নিজের তক্‌দীরের মোকাবেলা করার জন্য আমাদিগকে একটি গোপন পন্থাও শিখাইয়াছে এবং উহা এই যে, আমরা বিনীতভাবে দোওয়া করিতে থাকিব। কেননা বিনীত দোওয়ার তক্‌দীরও একটি স্বতন্ত্র তক্‌দীর উহা নিজের কাজ করিতে থাকে। বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালা বলেন যে, এই তক্‌দীর কোন কোন সময় এইরূপ শক্তিশালী হইয়া থাকে যে, ইহার জন্য তিনি নিজের অন্য তক্‌দীরকে পরিবর্তিত করিয়া ফেলেন এবং দোওয়ার তক্‌দীরকে জয়যুক্ত করিয়া দেন। ঐ মহান অলৌকিক ঘটনা, যাহা আরবে সংঘটিত হইয়াছিল, উহার বিশ্লেষণ করিতে গিয়া হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াস সাল্লামের জাতি তাঁহার সহিত যে আচরণ করিয়াছিল, উহার পরিণামতো কেবলমাত্র এই হওয়াই উচিত ছিল যে, সমগ্র জাতি ধ্বংস ও বরবাদ হইয়া যাইত। নূহ (আঃ) এর জাতির তুলনায় তাহারা এই ক্ষেত্রে এত অধিক শাস্তিযোগ্য ছিল যে, ঐ সকল বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে একজনেরও শাস্তি হইতে অব্যাহতি লাভ করার কথা ছিলনা। তায়েফ সফরে যে অশেষ দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং আল্লাহতায়ালা ফিরিশ্‌তাগণের মাধ্যমে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে যে পয়গাম দিয়াছিলেন, ইহার দ্বারা এই প্রজ্ঞাইতো প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, প্রত্যেকটি অশ্লীল আচরণে খোদার তক্‌দীর ইহা চাহে যে, শত্রুদিগকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আল্লাহতায়ালা বলেন, হে মুহাম্মাদ তোমার হৃদয়ের আকাঙ্খাও একটি তক্‌দীর হইয়া রহিয়াছে। খোদার নিকট তোমার বিনীত দোওয়া এবং ব্যাকুল আবেদনও একটি তক্‌দীর হইয়া রহিয়াছে এবং উহাও খোদার তক্‌দীরেরই অংশ। অতএব হে রাসূল! তোমার আবেগ এবং তোমার দোওয়া অন্যান্য তক্‌দীরের তুলনায় অধিক গুরুত্ব বহণ করে। এই জন্য তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং

তোমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া যে, এই জাতির সহিত আমি কিরূপ ব্যবহার করিব, আমি আমার অন্য তকদীর প্রকাশ করিব না। কিন্তু অন্য তকদীরটি কি ছিল? উহাতো এই ছিল যে, যদি তোমার হৃদয় চায় এবং যদি তুমি এত অস্থির ও ব্যথিত হইয়া থাক যে, ইহাদের ধ্বংসের ব্যাপারে তুমি সম্মত হইয়া গিয়াছ, তাহা হইলে আমি আমার ফিরিশ্‌তাদিগকে আদেশ দান করিব যে, তাহারা ঐ দুইটি পাহাড়কে এইভাবে একত্রিত করিবে যে, তায়েফের জনপদেরই চিহ্ন চিরকালের জন্য পৃথিবী হইতে বিলীন হইয়া যাইবে। ইহাতো একটি ক্ষুদ্র ঘটনা ছিল, যাহা গুপ্ত ইলাহী তকদীরের বিকাশস্বরূপ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম কেবল মাত্র ঐ সময়েই খোদার প্রিয় ছিলেন না। কেবলমাত্র উহাইতো এক যুগ ছিল না, যখন কিনা তিনি (সাঃ) আল্লাহর পথে দুঃখ বরণ করিয়াছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তাঁহার হৃদয়ের উপর এক কিয়ামত নামিয়া আসিত এবং প্রতিদিন আঁ-হযরত (সাঃ) খোদার জন্য স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া যাইতে ছিলেন। বস্তুতঃ কুরআন করীমের এই আয়াত "ক্বুল ইন্না সালাতি ওয়ানুসুকি ওয়া মাহ্‌ইয়াইয়া ওয়া মামাতি লিল্লাহে রাব্বিল আ'লামীন" (সূরা আনামের ১৬৩ নম্বর আয়াত) এর আলোকে তিনি (সাঃ) খোদার জন্যই প্রতিদিন মরিতে ছিলেন এবং খোদার তরফ হইতে প্রতিদিন যীন্দা হইতে ছিলেন। এই জন্য ইহাই ঐ তকদীর ছিল, যাহা অবিরত জারী ছিল এবং ইহার মোকাবেলায় তাঁহার (সাঃ) দোওয়াও অবিরত জারী ছিল। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন যে, অবশেষে মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দোওয়ার তকদীর জয়যুক্ত হইল এবং আকাশে গৃহীত হইল এবং ঐ জাতি, যাহাদের ধ্বংস নির্ধারিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে চিরস্থায়ী জীবন দান করা হইল। আপনারা ঐ আকা ও প্রভুর গোলামীর দাবীদার। আপনারা তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করুন এবং জাতির ধ্বংস কামনায় জলদি করিবেন না, বরং তাহাদিগকে জীবিত করার জন্য খোদাতায়ালার নিকট দোওয়া করুন যেন এমনই হয় এবং জাতি অতি সত্বর বুঝিয়া ফেলে।

আমার নিজের সম্বন্ধে ইহাই বলিতে হয় যে, আমিতো ইহাই বুঝি যে, ১৯৮৪ সাল আহরারদের সাল ছিল এবং ইনশাআল্লাহতায়ালা ১৯৮৫ সাল আহমদীয়াতের সাল সাব্যস্ত হইবে।

(লণ্ডন হইতে এডিশনাল নাযারাতে ইশায়াত ও উকালত তসনীফ কর্তৃক ১৯৮৫ সনের সেপ্টেম্বরে পুস্তিকারে প্রকাশিত)

অনুবাদক : নাযির আহমদ ভূঁইয়া

সমগ্র জামাতের উদ্দেশ্যে নববর্ষ উপলক্ষে গভীর তত্ত্বপূর্ণ মোবারকবাদ
ওয়াক্‌ফে-জাদীদের নববর্ষ ঘোষণা
কোয়েটা এবং শাহীওয়ালের জামাতদ্বয়ের জন্য দোওয়ার বিশেষ তাহরীক

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যাদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

(সারসংক্ষেপ)

[২রা জানুয়ারী '৮৭ ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত]

পাশ্চাত্য সভ্যতায় প্রচলিত নববর্ষ উদ্‌যাপনের কুপ্রথা ঃ

তাশাহুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) সূরা হাশরের ১০ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন। আয়াতটি তরজমাসহ নিম্নরূপ ঃ—

والذين تبوؤا الدار والايمان من
قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون
فى صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون
على انفسهم ولو كان بهم خصاصة - ومن يوق
شح نفسه فاولئك هم المفلحون ٥

অর্থাৎ, "আর (তেমনি এই মাল ঐ সকল ব্যক্তির জন্যও) যারা পূর্ব থেকে মদীনায় বাস করছিল এবং (মুহাজিরদের আসার পূর্বেই) ঈমান লাভ করেছিল এবং তাদের নিকট যারা হিজরত করে এসেছে তাদের প্রতি গভীর ভালবাসা পোষণ করে এবং যে মাল তাদের দেয়া হয়েছিল তার প্রতি তারা কোনই আকাঙ্খা পোষণ করে না এবং তারা নিজেরা অভাবী হওয়া সত্বেও মুহাজিরদের অগ্রগণ্য করে ; বস্তুতঃ যারা নিজেদের প্রবৃত্তি প্রসূত কার্পণ্য থেকে রক্ষা পায়, তারাই সফলকাম হবে।"

এরপর হুযূর (আইঃ) প্রবহমান সময়ের আবর্তে সৃষ্ট বিভিন্ন ব্যবধান ও সীমারেখা সম্বন্ধে উল্লেখ করার পর বলেন ঃ যে নববর্ষে আমরা প্রবেশ করেছি আজ তার প্রথম শুক্রবার, প্রথম 'জুম্‌আ'। (এই উপলক্ষে) ইতিপূর্বে পাশ্চাত্যজগৎ নিজেদের আনন্দ উল্লাসকে (সময়ের আবর্তে আগত) তাদের এই নববর্ষের সাথে এমনভাবে সংযুক্ত করেছে যে তারা এতই মদ্যপান করেছে, আর এতই দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে যে, সমগ্র পাশ্চাত্য দেশগুলিতে পুলিশকে কখনও তত ব্যস্ত হ'তে হয় নাই যত কিনা এই নববর্ষের সূচনায় হ'তে হয়েছে।

প্রকাশ এই যে, নববর্ষের উদয় ঘটেছে, ইহা আনন্দ উৎসবের সময়। তাই এ সব আনন্দ-উৎসব করতে হবে পাপাচারিতা ও দায়িত্বহীনতার মধ্য দিয়ে। কোটি কোটি টাকা ডলার বা পাউণ্ডের আকারে একে অন্যকে মোবারকবাদ প্রদানে ব্যয় করা হয়েছে।

হুযূর বলেন ঃ তবে প্রশ্ন এই যে, কিসের জন্য এই মোবারকবাদ ? সময়ের চাকা ঘুরার মধ্যে তো তোমাদের এতটুকুও কোন অংশ নেই, কোন্ চেষ্টা কোন্ পরিশ্রমের দ্বারা এই আটকা পড়া চাকা তোমরা টেনে বের করে ছিলে যে এখন ইহাকে পুনরায় চালু করার খুশীতে তোমরা একে অন্যকে মোবারকবাদ দিচ্ছ ? কি সেই ঘটনাটি ঘটলো, যার ফলশ্রুতিতে মানুষ মোবারকবাদের হকদার হলো ? অতএব, এই দিক থেকে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলে প্রচলিত এই প্রথাটি একেবারেই অর্থহীন ও অন্তঃসারশূন্য বলেই প্রতীয়মান হয়।

মুমিনের নববর্ষ ঃ

হুযূর বলেন, মুমিনের উপরও কাল বা সময়ের এই আবর্তটি আসে। মুমিনও প্রতিবার এই কালচক্রের এমন একটি নির্দিষ্ট স্থানের উপর দিয়ে অতিক্রম করে যেখানে প্রবহমান সময়ের দিক থেকে সে একটি চিহ্ন দিয়ে রেখেছে। তার অন্তরেও মোবারকবাদ দেয়ার খেয়ালের উদয় হয়। সেও আনন্দ প্রকাশ করে। কিন্তু সে যদি প্রকৃতপক্ষে 'আরিফ' (তত্ত্বজ্ঞানী) হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এই আনন্দ প্রকাশের মূল্য তাকে দিতে হবে। বিনা মূল্যে বিনা উদ্দেশ্যে অহেতুক আনন্দ-উল্লাস তার পক্ষে শোভা পায় না। মুমিন এই অর্থে মোবারকবাদ পেশ করতে পারে যে, "খোদাতায়ালা জগতের অবস্থা পাল্টাবার ও শুধরাবার যে গুরু দায়িত্বভার ন্যাস্ত করেছেন—হে মুসলিম ও অ-মুসলিমেরা! হে আমার ভাই ও বোনেরা! হে আমার ছোট ও বড়রা! আমি আপনাদের মোবারকবাদ জানাচ্ছি, কেননা আমি এই নববর্ষে এই উদ্যম ও দৃঢ়তর সংকল্পের সহিত প্রবেশ করছি যে, আমার দ্বারা কল্যাণ ও মঙ্গল পূর্বের চাইতে অধিক শক্তিমত্তার সহিত ও অধিকতর প্রবল আকারে বিচ্ছুরিত হ'য়ে আপনাদের নিকট পৌঁছুবে এবং আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে সচেষ্ট হবো যাতে আমার হিতসাধন অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যপ্ত ও বিস্তৃত হয়, এবং উহা যেন অধিকতর সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারমুক্ত হয়। সর্বাপেক্ষা কল্যাণ বিতরণকারী ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ফয়েয ও কল্যাণ যেমন ছোট বড় নির্বিশেষে সকলের জন্য, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সর্বত্র সকল বসবাসকারীর জন্য উন্মুক্ত ছিল—মানবের জন্যও ছিল, জীবজন্তুদের জন্যও ছিল, প্রাণী ও নিষ্প্রাণ, জড় ও উদ্ভিদ – সকলের জন্যই ছিল, তেমনি আমিও আমার ফয়েয ও কল্যাণকে সে দিকেই বিস্তার দানে সচেষ্ট হবো, যে দিকে হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সাল্লাঃ)-এর ফয়েয ও কল্যাণ উদ্বেল ও উচ্ছল হ'য়ে প্রবাহিত হয়েছে।

মুমিনের প্রতিটি মুহূর্ত পূর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়ে থাকেঃ

হুযূর বলেন, উক্ত অঙ্গীকার নিয়ে যখন একজন মুমিন সময়ের নতুন আবর্ত ও নতুন সীমারেখায় প্রবেশলাভ করে, তখন তারপক্ষে অন্যান্যদেরকে মোবারকবাদ দানের যথার্থ হক্ ও অধিকার বর্তায় এবং সে হকদার হয় তাকেও যেন মোবারকবাদ দেওয়া হয়। কেননা তার উপর وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰى ('তোমার জন্য পরবর্তী মুহূর্ত পূর্ববর্তী মুহূর্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট')—কুরআন করীমের এই আয়াতটিও প্রযোজ্য হবে। খোদাতায়ালা এবং তাঁর তকদীর তাকে সম্বোধন করে বলবে যে "তুমি আমার প্রিয়বান্দা (মুহাম্মাদ সাঃ)-এর ইত্তেবা ও অনুসরণ করেছো, যাঁর সম্বন্ধে আমার ঘোষণা হলো এই যে, 'তোমার প্রতিটি পরবর্তী মুহূর্ত তোমার বিগত মুহূর্তের তুলনায় উৎকৃষ্টতর হ'য়ে আসতে থাকবে'। অতএব, তাঁরই পায়রবী ও অনুবর্তিতার প্রসাদে আমি তোমার সহিতও ওয়াদা করছি যে, তোমারও প্রতিটি পরবর্তী মুহূর্ত পূর্ববর্তী মুহূর্তের তুলনায় উৎকৃষ্টতর হতে থাকবে।"

সমগ্র জামাতকে নববর্ষের গভীর তত্ত্বপূর্ণ মোবারকবাদঃ

অতএব, উক্ত অর্থে আল্লাহতায়ালার ফজল ও রহমতের উপর আস্থাশীল হ'য়ে, এই আশা-আকাঙ্খার সহিত যে, তিনি (আল্লাহতায়ালা) আমাকে আমার ইরাদাসমূহ কার্যে রূপায়িত ও বাস্তবায়িত করার তওফিক দান করবেন এবং আপনাদের নেক এরাদাসমূহও কার্যে রূপায়িত ও বাস্তবায়িত করার তওফিক দান করবেন, আমি নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাতকে নববর্ষের মোবারকবাদ পেশ করছি এবং নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের প্রতিনিধিত্বে সমগ্র মানবজাতিকে নববর্ষের মোবারকবাদ পেশ করছি—এই আশ্বাস ও প্রত্যয় দানের সহিত যে, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো যেন আমাদের ফয়েয ও কল্যাণ আপনাদের নিকট পূর্বাপেক্ষা অধিক ধারায় ভরপুররূপে পৌঁছতে থাকে। আল্লাহ করুন যেন আমরা এই অঙ্গীকার যথার্থ রূপে পালন করার তওফিক পাই এবং আমাদের এ বছরটির এমন ধারায় সমাপ্তি ঘটে যে, এর অতিবাহিত মুহূর্তগুলি আমাদের এই মোবারকবাদ দিতে থাকে যে, তোমরা তোমাদের অঙ্গীকারটি অতি উত্তমরূপে পালন করেছো।

এরপর হুযূর (আইঃ) উল্লিখিত আয়াতটির গভীর তত্ত্বপূর্ণ তফসীর বর্ণনা করেন এবং হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর জামানায় সংঘটিত আত্মিতেয়তা এবং আত্মত্যাগ ও ও পরোপকারের এক অত্যাশ্চর্যকর ও হৃদয়গ্রাহী ঘটনা বর্ণনা করেন। হুযূর বলেন যে, আয়াতটিতে মুমিনদের গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে এবং এ আয়াতটি জামাত আহমদীয়ার উপর কল্পণাতীত শান ও মর্যাদায় প্রযোজ্য ও বাস্তবে রূপায়িত হ'য়ে চলেছে। কোরবানী ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ক্ষেত্রে জামাতের পদক্ষেপ বিপদাবলীর যুগেও পূর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসরমান হ'য়ে

চলেছে। যে সকল এলাকায় সীমাতিরিক্ত দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাবলী বিদ্যমান, সেখানে পাকিস্তানের জামাত সমূহ নেকীর ময়দানে সম্মুখে ধাবমান রয়েছে।

'ওয়াকফে-জদীদ'-এর নববর্ষের ঘোষণা ঃ

হুযূর (আইঃ) 'ওয়াকফে-জদীদ'-এর নববর্ষের ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন যে, আল্লাহ তায়ালার ফজলে 'ওয়াকফে-জদীদে'র ক্ষেত্রেও সারা বিশ্বে আহমদীয়া জামাত সকল দিক দিয়ে সর্বতোভাবে অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছে, এবং বিগত বছরের উসুলীর তুলনায় এবছর তিন লাখ তিরাশী হাজার রুপীর অধিক উসুলী হয়েছে। যে সব এলাকায় জামাত আহমদীয়াকে বিশেষভাবে দুঃখ-কষ্ট ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে সেখানে বেশী অগ্রগতি ঘটেছে।

কোয়েটা এবং শাহীওয়ালের জামাতসমূহের জন্য দোওয়ার তাহরীক ঃ

এই প্রসঙ্গে হুযূর (আইঃ) কোয়েটা এবং শাহীওয়ালের জামাতগুলির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন এবং দোওয়ার জন্য তাহ্‌রীক করে বলেন যে. তারা হক্ রাখে, তাদের জন্য খুব দোওয়া করুন। এরা হলো খোদাতায়ালার ঐ সকল বান্দা যাদেরকে হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত অন্য কোন সরদার ও নেতা এমন ধারায় প্রস্তুত করে তুলতে পারতো না। তারা নিজেদের চরিত্র, নিজেদের আচরণ ও কর্মকাণ্ড এবং কোরবানীর দ্বারা সপ্রমাণ করেছে যে, তারা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ব্যতীত আর কাউকে নিজেদের প্রভূ ও নেতা বলে মানে না এবং তারা একমাত্র তাঁরই অনুগত গোলাম। এরা তাঁরই গড়া পদার্থ, যেগুলি অধিকতর সুসংস্কৃত ও সতেজ হ'য়ে চলেছে। অতএব, এদিক থেকে যেখানে আমার হৃদয়ে তাদের জন্য দোওয়ার উদ্রেক ও আবেগের সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে আমি বিশ্বের বাকী সকল জামাতের নিকটও দোওয়ার আবেদন জানাচ্ছি, তারাও যেন তাদের প্রিয় মযলুম ভাইদেরকে নিজেদের দোওয়াতে স্মরণ রাখেন। বস্তুতঃ তারা বড়ই অকুতোভয় বীর বিক্রম, খোদাতায়ালার পথে আত্মবিবেদিত অসীম সাহসিক নির্ভিক সিংহ। অতীব ভয়াবহ যুলুম-অত্যাচারের শিকারে পরিণত হওয়া সত্বেও তাদের স্থিতি ও দৃঢ়চিত্ততায় সামান্যতমও দুর্বলতা বা বিচ্যুতি ঘটে নাই। বরং তাদের সাহসিকতা ও দৃঢ়সংকল্প আরও উন্নত ও উর্ধমূখী হয়েছে এবং অধিকতর দৃঢ়চিত্ততার সহিত তারা খোদাতায়ালার পথে কোরবানী পেশ করতঃ অগ্রসরমান হয়ে চলেছে। কাজেই আপনারা যে অপেক্ষাকৃত সহজতর জীবন যাপন করছেন, আপনাদের কর্তব্য তাদেরকে বিশেষভাবে নিজেদের মহব্বত-ভরা সকাতর দোওয়ায় স্মরণ রাখা। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নিঃসৃত দোওয়াতে তাদের স্মরণ রাখুন।

হুযূর (আইঃ) দুনিয়ার বাকী জামাত সমূহেরও উল্লেখ করে বলেন যে, কোন জামাতই চাঁদার ময়দানে পিছিয়ে নয়। এ প্রসঙ্গে হুযূর ইংল্যাণ্ডের জামাতের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এই জামাতটিও মালি কোরবানী এবং অন্যান্য কোরবানীর ক্ষেত্রে কারও তুলনায় পিছনে নয়।

হুযূর (আইঃ) 'ওক্‌ফে-জদীদে'-এর বরকত ও সুফলসমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করেন এবং পরিশেষে বলেন যে, নিখিল বিশ্ব জামাত আহমদীয়া তাদের খোদার সমীপে কোরবানী পেশ করতে থাকুক, যাতে খোদাতায়ালার (রূপক অর্থে) পবিত্রতম হৃদয়পটে জামাত আহমদীয়ার কোরবানীর সর্বসুন্দর চিত্রসমূহ অঙ্কিত হ'তে থাকে এবং এই তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার রাতে সংঘটিত আঘাত ও উদ্বেগ সমূহের আস্বাদ যেমন আসমানে খোদাতায়ালা উপভোগ করছিলেন, তেমনি আমাদের সকলের হৃদয়ে প্রতিফলিত আবেগানুভূতির স্বাদ যেন আসমানে আরশের খোদা উপভোগ করতে আরম্ভ করেন এবং বলেন যে 'হে আমার বান্দারা! তোমাদের প্রতি আমার সন্তুষ্টি ও প্রশংসা এবং প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে। তোমরা যা কিছু পেশ করছো, তা সবই আমি কবূল করলাম।'

নামায জানাযা গায়েবঃ

খোৎবা-সানীয়ার মধ্যে হুযূর (আইঃ) সেলসেলার একজন অত্যন্ত মুখলেস খাদেম সিঙ্গাপুর নিবাসী জনাব সালেকীন সাহেবের ইন্তেকালের কথা উল্লেখ করেন। তেমনি ওফা-প্রাপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের নামায জানাযা গায়েবের এলান করেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কুন্‌ড়ী—সিন্ধু নিবাসী ফকীর মুহাম্মাদ সাহেব, ল্যামিংটন (ইউ-কে) জামাত আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট চৌধুরী আবদুল গফুর সাহেবের মাতা করীম বিবি সাহেবা, মরিশাসের জনাব হাবীব সহেব, প্রাইভেট সেক্রেটারী চৌধুরী হাদী আলী সাহেবের ফুফু মুহাম্মাদ বিবি সাহেবা। এই সব পরলোকগতদের নামায-জানাযা-গায়েব জুম্‌আ ও আসরের নামায আদায়ের পর পড়ানো হয়।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সপ্তাহিক 'আল-নস্‌র' ২৩শে জানুয়ারী '৮৭ইং)

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

"তোমরা যদি চাহ যে স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে, নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহতায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া আর সম্ভব নয়।" (কিশতিয়ে-নূহ)

একটি ঐশী-প্রতিশ্রুত আন্দোলনের রূপরেখা

(পূর্বপ্রকাশিতের পর—২৫)

ধর্মীয় সংস্কার এবং পুনর্জাগরণমূলক কার্যাবলী ঃ

পবিত্র কুরআনের বাহ্যিক তথা শাব্দিক এবং আভ্যন্তরীণ তথা অন্তর্নিহিত শিক্ষার সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন ঃ "ইন্না নাহনু নায্‌যালনায্‌ যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন" (আমরাই আল-যিকর অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই ইহার হিফাযত করবো ঃ সূরা হিজর, আয়াত—১০)। সহী হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় মুসলিম উম্মতের জন্য ধর্ম-সংস্কারক তথা ধর্ম-সঞ্জীবনকারী মহাপুরুষের আগমনের ঐশী-প্রতিশ্রুতি বর্ণিত হয়েছে (আবু দাউদ)। সূরা জুমুআ'তে আখেরী যুগে আগমনকারী সেই মহাপুরুষের উপর পবিত্র কুরআনের শিক্ষাদানের (ইউআ'ল্লিমুহুমুল কিতাব) দায়িত্ব বর্তানো হ'য়েছে এবং সূরা নূরে 'মসীলে ঈসা' হিসেবে আগমনকারী মহাপুরুষের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি (লা-ইউমাক্কেনান্না লাহুম দীনাহুম) দেওয়া হয়েছে। মোট কথা, ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশ্ব-নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর দৈহিকভাবে তিরোধানের পর একদিকে যেমন পবিত্র কুরআনের শাব্দিক ভাবে সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে (পবিত্র কুরআন মুখস্থ করা, পাঠ করা এবং পরবর্তীতে মুদ্রণের মাধ্যমে), অন্যদিকে তেমনিভাবে পবিত্র কুরআনের শিক্ষামূলক সংরক্ষণের বিশেষ দায়িত্ব ইসলামের প্রথম যুগে খোলাফায়ে রাশেদীনের উপর বর্তানো হয়েছে। পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং অতীতের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমান যুগই সেই প্রতিশ্রুত আখেরী যুগ যখন ইমাম মাহদী (আঃ) হিসেবে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাবের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রতিশ্রুত বিজয়, পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পুনর্জাগরণের মহান উদ্দেশ্যাবলী পর্যায়ক্রমে পূর্ণ হ'য়ে চলেছে। আল্লাহতা'লার নির্দেশে ইমাম মাহদী রূপে দাবীকারক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ধর্মীয় সংস্কার এবং পুনর্জাগরণমূলক যে সকল প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন করেছেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া জামাত যেভাবে ঐ সকল কার্যাবলী অব্যাহত ধারায় বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে সম্প্রসারিত করার জন্য যুক্তি-জ্ঞান ও ঐশী-নিদর্শনের আলোকে শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) প্রথমতঃ বিশেষভাবে লক্ষণীয় হলো এই যে, হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে অর্থাৎ প্রতিশ্রুত চৌদ্দশতাব্দী হিজরীর প্রারম্ভে মুসলমানদের ধর্মীয়, নৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এই সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মুসলমানগণের আভ্যন্তরীণ অবস্থা হয়েছিল রাজ্য ও শক্তি-হারা, সম্পদ ও সম্মান-হারা, বিভিন্ন দল ও উপদলে শতধা-বিভক্ত এবং নানা প্রকার

কুসংস্কারে নিমজ্জিত। পক্ষান্তরে এই সময়ে ইসলামের উপর বহিরাগত আক্রমণও চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। ত্রিত্ববাদী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো পৃথিবীব্যাপী ছলে-বলে-কৌশলে উপনিবেশবাদী নীতি অনুসরণ ক'রে চলছিল যার ফলে কালক্রমে এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়ায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়। সেই সংগে ত্রিত্ববাদী রাষ্ট্রশক্তির ছত্রছায়ায় খৃষ্টান পাদ্রী ও প্রচারকগণ দলে দলে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলমানদের সার্বিক দুরাবস্থার সুযোগ লক্ষ্য করে খৃষ্টান প্রচারকগণ ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে অপপ্রচার শুরু করে। এ সম্বন্ধে হযরত মির্যা সাহেব (আঃ) বলেছেন :—

"বাহিরের বিপদ লক্ষ্য কর! সকল সম্প্রদায়ই ইসলামের বিনাশ সাধনের জন্য সচেষ্ট আছে। বিশেষতঃ খৃষ্টান সম্প্রদায় ইসলামের পরম শত্রু। মিশনারী ও পাদরীগণের যাবতীয় চেষ্টার লক্ষীভূত বিষয়-মাত্র একটি, যে প্রকারেই হোক এবং যতদূর সম্ভব ইসলামকে নির্মূল করতে হবে ও যে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম বহু জীবন উৎসর্গ করেছে, উহার বিনাশ সাধন করতে হবে এবং জগদ্বাসী যাতে যীশুকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করে ও তাঁর 'রক্তদানে' বিশ্বাসী হয়, ব্যবস্থা করতে হবে। 'রক্তদান' বা প্রায়শ্চিত্তবাদ অসংযম, স্বেচ্ছাচার ও উচ্ছৃখলতার জন্মদাতা। উহার প্রচার করে পাদরীগণ খোদার ভয়, হৃদয়ের সূচীতা ও জীবন নষ্ট করছে। এইরূপে তারা ইসলামের মূল উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। খৃষ্টান পাদরীগণ তাদের এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন ক'রে থাকে। দুঃখের সহিত বলতে হয়, তারা লক্ষাধিক মুসলমানকে খৃষ্টান করেছে।" (তবলীগে হক, পৃষ্ঠা ৭)।

তৎকালীন খৃষ্টান পাদ্রীগণ দাবী করতে লাগলেন যে, অচিরেই ত্রিত্ববাদের চূড়ান্ত বিজয় বিঘোষিত হবে এবং মুসলমানদের মূলকেন্দ্র কা'বা শরীফেও তাদের বিজয়-কেতন উড্ডীন হবে। প্রখ্যাত খৃষ্টান নেতা জন হেনরী বারোজ কর্তৃক ১৮৯৬-৯৭ সনে প্রদত্ত ভাষণের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হ'তেও বিষয়টি উপলব্ধি করা যেতে পারে :—

'I might sketch Christian movement in Mussalman Land which has touched with the radiance of the cross, the Lebanon and the persian mountains as well as the waters of the Bosphorus and which is the sure harbinger of the day when Cairo, Damascus and Teheran shall be the servants of Jesus and when even the solitudes of Arabia shall be pierced and Christ in the person of his disciples shall enter the Kaba of Mekka and the whole truth shall at last be there spoken.'

(Lectures on Christianity-The world wide Religion (1896-97) by John Henry Burrows. Page-42)

প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ) ব্যতীত এই অবস্থার যথাযথভাবে মোকাবেলা করার মত ক্ষমতা কারো ছিল না। হযরত মির্যা সাহেব ঐশী-সাহায্যে ইসলামের জীবন-প্রদায়ী শক্তি, যুক্তি-জ্ঞান এবং ঐশী-নিদর্শনের আলোকে ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগের খণ্ডন করেন, ইসলামের সত্যতার জীবন্ত নিদর্শন পেশ করেন এবং অনুরূপ নিদর্শন পেশ করার জন্য ইসলামবিরোধী সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের পণ্ডিত ও পাদ্রীদের আহ্বান জানান। ফলতঃ তিনি এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতের প্রতিনিধিদের সংগে যুক্তি-জ্ঞান এবং ঐশী-নিদর্শনের ভিত্তিতে মোকাবেলা ক'রে কেউই অদ্যাবধি টিকতে পারে নাই। সমকালীন নিরপেক্ষ পণ্ডিত-সমাজ ও সুধীমহল অকপটে তাঁর অবদান স্বীকার করতঃ বলেছেন ঃ

০ "আর্য-সমাজী ও খৃষ্টানগণের মোকাবেলায় মির্যা সাহেব যে ইসলামী খেদমত পেশ করেছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। তিনি 'মোনাযেরা' তথা ধর্মীয় বাক-তর্কের পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বদলিয়ে দিয়েছিলেন এবং হিন্দুস্থানে এক নতুন সাহিত্যের বুনিয়াদ কায়েম করেছেন। একজন মুসলমান হিসাবে এবং গবেষনাকারীরূপে আমি স্বীকার করছি যে, কোন বড়ো হতে বড়ো আর্য-সমাজী অথবা পাদ্রীর এ ক্ষমতা ছিল না যে, মির্যা সাহেবের মোকাবিলায় তারা মুখ খোলে।" (দিল্লী থেকে ১/৬/১৯০৮ইং প্রকাশিত 'কার্জন গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক)।

০ ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় মির্যা সাহেব যেরূপ বিজয়ী জেনারেলের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, তাতে আমরা এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই মহান আন্দোলন, যা আমাদের শত্রুগণকে সুদীর্ঘকাল যাবৎ বিপর্যস্ত ক'রে রেখেছিল, তা যেন ভবিষ্যতেও জারী থাকে।" পাঞ্জাবের 'উকীল' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আজাদের অভিমতঃ ২৩/৬/১৯০৮ইং)।

০ "বর্তমান বস্তুবাদীতার যুগে ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই শূন্যতাকে একমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন কোন ধর্মই পূরণ করতে সক্ষম। বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদের পারস্পারিক সংঘর্ষের ফলে বর্তমান যুগে ইসলামের মধ্যে পুনরায় চিত্তাকর্ষক নব জাগরণের লক্ষণসমূহ এরূপ হৃদয়গ্রাহী আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সৃষ্টি করছে যে, অদূর ভবিষ্যতে উহাদের মাধ্যমেই পৃথিবীতে এক বিশ্ব-বিজয়ী ধর্ম বা সভ্যতার সৃষ্টি হবে। উক্ত আন্দোলন-সমূহের মধ্যে বর্তমানে আহমদীয়া আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেহ কেহ হয়তো আমার এই ধারনাকে উড়িয়ে দিতে চাইবে। কেননা শক্তি ও সংখ্যার দিক থেকে এখনও আহমদীয়া আন্দোলনকে খুবই নগণ্য বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু জগতের ইতিহাসে দেখা যায়, কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তি যে আন্দোলনের উৎস, পরিণামে তাহাই জয়যুক্ত হয়েছে।" (প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার আরনল্ড টয়েনবী প্রণীত' দি সিভিলাইজেশন অন ট্রায়াল' নামক বিখ্যাত পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

আল্লাহ্‌তায়ালার ফযলে বিগত প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ আহমদীয়া আন্দোলন ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৃথিবীব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে একশতেরও অধিক দেশে আহমদীয়া জামাতের শাখাসমুহ হ'তে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থায় ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও প্রচার কার্য পরিচালিত হচ্ছে।

(খ) মুসলিম সমাজের আভ্যন্তরীন অবস্থার কথাও মুক্ত চিত্তে বিশ্লেষণ করলে যে চিত্র আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে তা খুবই দুঃখজনক। কেননা বিশ্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ লোক মুসলিম বলে পরিচিত হওয়া সত্বেও তাদের মধ্যে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক মত-পার্থক্য অত্যন্ত প্রবল। ধর্মীয়ভাবে মুসলমানগণ বিভিন্ন ফেরকা, দল এবং উপদলে বিভক্ত (এ সম্বন্ধে তিরমিজি ও মেশকাত শরীফের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলমানগণ আখেরী যুগে ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে বলে পূর্বে উদ্ধৃতি দিয়েছি)। দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিকভাবে কলহ-কোন্দল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সশস্ত্র ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ অব্যাহত গতিতে চলছে। তৃতীয়তঃ সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা এবং আদর্শের বাস্তব অনুসরণের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা এবং সামগ্রিকতার অভাব সর্বত্র লক্ষণীয়। এই সকল অবস্থা সম্পর্কে বিগত একশত বছরের ইতিহাস এ কথার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহণ করছে যে, সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম জন-জীবনে প্রাণ সঞ্চারের জন্য হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব অত্যন্ত জরুরী ছিল। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমানদের ধর্মীয় এবং নৈতিক অবস্থা এমন শোচনীয় পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, সমকালীন সচেতন চিন্তাবিদগণ এক বাক্যে এ কথা স্বীকার করেছেন।

সমকালীন মুসলিম সমাজের দুরাবস্থার সঠিক চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে কবি-কণ্ঠে : "মুসলমানী দর কিতাব তা মুসলমানাঁ দর গোর" (সত্যিকার ইসলাম কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং সত্যিকার মুসলমানগণ কবরে চলে গেছেন)। কবি ইকবাল বলেছেন : "ইয়ে মুসলমাঁ হ্যায় জিনহেঁ দেখ কে শরমায়ে য়াহুদ" (এরূপ মুসলমানদের দেখে য়াহুদীরাও লজ্জা পায় : (শিক ওয়া ও জাওয়াবে শিকওয়া)।

০ খৃষ্টীয় ১৯১২ সালে প্রকাশিত একটি প্রসিদ্ধ পত্রিকার অভিমত লক্ষণীয় : 'ইহা সত্য কথা যে, কুরআন করীম আমাদের মধ্যে হ'তে একেবারে উঠে গেছে। আমরা কুরআন করীমের উপর নামে মাত্র বিশ্বাস রাখি। কিন্তু মনে মনে ইহাকে অতি সাধারণ গ্রন্থ বলে জানি।" ('আহলে হাদীস' পত্রিকা, ১৪/৬/১৯১২ ইং)।

০ হিজরী ১৩০১ সালে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত পুস্তকে আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খানের পুত্র আল্লামা আবুল খায়ের নুরুল হাসান খান লিখছেন : "এখন ইসলামের মাত্র নাম ও কুরআনের মাত্র অক্ষর অবশিষ্ট রয়েছে। মসজিদগুলো বাহ্যিকভাবে আবাদ হলেও একেবারে হেদায়েত শূন্য। এই উম্মতের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল জীব হতে নিকৃষ্টতম।" ("ইকতারাবুস সাআ'ত")।

০ "না দীন বাকী না ইসলাম বাকী/ফকত রহ গীয়া ইসলাম কা নাম বাকী" (ধর্মও অবশিষ্ট নাই, ইসলামও অবশিষ্ট নাই। কেবল ইসলামের নামটিই অবশিষ্ট রয়েছে : (মাওলানা আলতাফ হোসেন হালী প্রণীত 'মুসাদ্দেসে হালী' দ্রষ্টব্য)।

০ সাম্প্রতিককালের একটি দৈনিকের উপ-সম্পাদকীয় ভাষ্যের অংশ-বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"আমাদের একটা অহংকার, আমরা মুসলমান এবং বিশ্বের অপরাপর মুসলিম দেশের তুলনায় আমরা নাকি অধিকতর ধর্ম-পরায়ণ। কথাটা কি অর্থে বলা হয়, তার বিচার করলে দেখা যায়, ওরস, মাযার আর মিলাদ মাহফিল কিংবা ওয়াযের মজলিসে নিশ্চিত-ভাবেই এদেশের বেশীর ভাগ মানুষের ধর্মপরায়ণতার স্বাক্ষর মেলে। শবেবরাত, জুমুআ'তুল বিদা, শবেকদরের মত পর্বে মসজিদগুলোতে জায়গা পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠে।.....ওদিকে কিন্তু দেশ জুড়ে রয়েছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ভিক্ষা-বৃত্তি আর চুরি-চামারি। ভাল একজোড়া জুতা নিয়ে মসজিদে যান—নামাযের সালাম ফেরাতে না ফেরাতেই দেখবেন সেই জুতাজোড়া গায়েব। মসজিদ থেকে বের হলেই দেখা যাবে দুনিয়ার যত সব পঙ্গু বিকলাঙ্গ, আর্ত-আতুর, মিসকীন, ফকির-ফকিরনী আপনাকে ছেঁকে ধরেছে। .....অথবা চারিদিকে এত ফাঁকিবাজ, কাজে-কর্মে এত গাফিলতি, এত ঘুষ, এত দুর্নীতি—এসব কারা করছে? এই শতকরা ৮৫ জন মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশে যে অবাধে মিথ্যাচার চলে, চলে মানুষকে বঞ্চিত করার কায়-কারবার, অপরকে লাঞ্ছিত করার পাঁয়তারা, বেঈমানী, মোনাফেকী, হত্যা, খুন, জখম, ধর্ষন, লুটতরাজ—এসবই বা কারা করছে? সীমান্ত জুড়ে চলেছে চোরাচালানের মত অপকর্ম—এসবই বা কারা চালাচ্ছে? অনেকে হয়ত বলবেন, এর কারণ যতটা না ধর্মহীনতা তার চাইতে অনেক বেশী অর্থনীতি তথা দারিদ্র্য। তা'হলে মুখ ফেরান মধ্যপ্রাচ্যের দিকে। সেখানে তো এখন অঢেল বিত্ত-বেসাত। কিন্তু সেখানে কি দেখি? অলসতা, বিলাসিতা, আড়ম্বর আর অপচয়, অশিক্ষা ও মুর্খতার সাথে অঢেল বিত্ত-বেসাত মিলে যে পরিস্থিতি, তা মধ্যপ্রাচ্যের একশ্রেণীর মানুষকে যে কীভাবে উদ্ধত, অহংকারী ও বেপরোয়া ক'রে তুলেছে, অভিজ্ঞতা যাদের র'য়েছে, কেবল তারাই তা উপলব্ধি করতে পারবেন। এদিকে কিন্তু প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে ধর্মের ভড়ং। ইরান-ইরাক যুদ্ধ বছরের পর বছর ভ্রাতৃঘাতী রক্তে মৃত্তিকা নিষিক্ত করছে। উপরে কিন্তু ধর্মের ভরং ঠিকই রয়েছে। ছোট্ট দেশ ইসরাঈলের মারের চোটে গোটা আরবে একই অবস্থা। তারপরেও ইসলামের দোহাই দিয়ে চলেছে অনৈক্য আর হানাহানি। ..... সেই স্বৈরতা, সেই একনায়কত্ব, সেই বাদশাহী, সেই আমীর-শাহী ব্যবস্থা কোন না কোনভাবে, কোন না কোন মুসলিম দেশে চালু আছে। এইসব স্বৈরশাসকই সবচাইতে বেশী করে ইসলামের নাম উচ্চারণ করে, উঠতে-বসতে ইসলামের দোহাই পাড়ে। .....অনেককেই আবার ধর্মের নামে ফেতরা আর যাকাতের টাকাটা নিতে, অশিক্ষিত আর দরিদ্র মুরীদের উপার্জনের টাকাটা ভেট হিসেবে নিয়ে নিজের উদর স্ফীত করতে, মাযারের নামে শিরনীর মাল-সামান

আত্মসাৎ ক'রতে একটুও কুণ্ঠিত মনে হয় না। ওদিকে খোঁজ নিয়ে দেখুন প্রায় প্রতিটি পরিবারে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া-ফাসাদ, আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে দলাদলি, রেষারেষি, খুন-জখম মুসলিম দেশগুলিতেই যেন বেশী। শুধু কি তাই? লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রী-কাতরতা, মোনাফেকী, অহমিকা, কুসংস্কার ও অনুদারতা কি আজকের মুসলিম সমাজেই মাত্রাতিরিক্ত নয়? ব্যতিক্রম অবশ্যই দু'চারজন রয়েছেন। কিন্তু বেশীর ভাগের অবস্থা কমবেশী এ রকমটাই। .....এখানে যখন-তখন যাকে তাকে কাফির ফতোয়া দেওয়ার মহড়া, মজহাবী কোন্দল নিয়ে ধর্মের জয়ঢাক পেটানো, শেরেক বেদাত আর ফাসেকী কাম-কাজকে ধর্মের আল-খেল্লা পরিয়ে বাজার মাত করা, ধর্মের নামে ব্যবসা ফাঁদা, ধর্মের নামে যুলুম চালানো, যালিমকে সমর্থন প্রদান, ধর্মের নামে দুঃশাসনের যাঁতাকলে মানবজীবনকে নিষ্পিষ্টকরণ—কোন্‌টা বাদ রয়েছে?.....তবুও আমি নিরাশবাদী নই। আমি জানি এবং বিশ্বাস করি, এই শত কোটি মুসলমান যদি সত্যিকারের ঈমানী 'কুয়ত' আর জোশ-জজবা নিয়ে জেগে উঠে, তা'হলে এরাই আবার গোটা বিশ্বকে নাড়া দিতে পারবে।" (দৈনিক ইত্তেফাক, স্থান-কাল-পাত্র: ২৪শে আষাঢ়, ১৩৯২ বাংলা, (৯/৭/৮৫ ইং)।

০ "খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে জাহেলীয়াতের যে অন্ধকার বিরাজমান ছিল, বর্তমান যুগেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে মুসলিম সমাজে অনুরূপ জাহেলিয়াতই প্রসার লাভ করেছে। (মাওঃ আবুল কালাম আযাদ: আল হেলাল, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ১০৩)।

এই সকল পরিস্থিতি এবং আখেরী যামানার এরূপ অবস্থা সম্পর্কে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী লক্ষ্যণীয়,। হাদীসের গ্রন্থাবলীতে বলা হয়েছে: "মানুষের উপর এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাহাদের মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াত শূন্য থাকবে। তাহাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাহাদের মধ্য হ'তে ফিতনা উত্থিত হবে এবং তাহাদের মধ্যেই ফিরে যাবে।" (বায়হাকী ও মিশকাত)। এই ধরণের অন্যান্য হাদীসের অনেকগুলো উদ্ধৃতি পূর্বে উল্লেখ করেছি। (ক্রমশঃ)

—মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

ইউনাইটেড চা মানেই ভাল চা

UNITED TEA COMPANY DHAKA

ইউনাইটেড টি কোং

ইউনাইটেড চা স্বাদে, গন্ধে ও তৃপ্তিতে অতুলনীয়
বাগানের সেরা চায়ের আদর্শ প্রতিষ্ঠান
১০৩, দক্ষিণ মুগদাপাড়া, ঢাকা-১৪

সুলতানুল কলম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর গ্রন্থ-পরিচিতি

"অসীম কর্ম আমি মসীতেই সাধিয়াছি।" —'দুররে সামীন'

[সাম্প্রতিক কালে বিশেষ একটি মহল কতিপয় পত্রিকায় আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর রচিত গ্রন্থাবলী থেকে 'কাট-ছাঁট' করে উদ্ধৃতি দিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে।

অতএব, আমরা সভ্য-জগতের হাতিয়ার 'কলম' হস্তে প্রেরিত সুলতানুল কলম হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) রচিত গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠকগণের জ্ঞাতার্থে পেশ করছি। আশা করি, পাঠকবর্গ এই পরিচিতি পাঠে লিখনি-সম্রাটের 'ক্ষুরধার লিখনি' ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় কতখানি কার্যকরী অবদান রেখেছে তাহা হৃদয়ঙ্গমে সক্ষম হবেন।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—১৯)

(৩৬) তোহ্‌ফায়ে কায়সারিয়া (রাণীকে উপহার)

ইংল্যাণ্ডের রাণীকে উদ্দেশ্য ক'রে পত্রাকারে লিখিত উল্লিখিত গ্রন্থ ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) তৎ-প্রণীত তোহফায়ে কায়সারিয়া গ্রন্থের সূচনা এরূপে করেছেন যে—ইহা এমন এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে অভিনন্দন পত্র ; যিনি ধর্ম-বিমুখ ও ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানবকে পুনরায় যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় দণ্ডায়মান করাতে আবির্ভূত হয়েছেন ; যেমনটি আবির্ভূত হয়েছিলেন যীশু-খৃষ্ট হযরত ঈসা (আঃ)। এই ব্যক্তি শান্তি ও বিনয়ের সাথে সত্য প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক বাসনা পোষন করেন এবং জনগণকে জগৎ সমূহের সৃষ্টিকর্তার সথে প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক কায়েম করার এবং তাঁরই ই'বাদত করার শিক্ষা দানে আত্মনিবেদিত রয়েছেন। সেই সাথে তিনি জনগণকে সম্মানিত রাণীর অনুগত থাকতেও উদ্বুদ্ধ করেন।

গ্রন্থের কলেবরে লিখিত পত্রটি হযরত আহমদ (আঃ) রাণীর 'হীরক জয়ন্তী' স্বরূপ (Diomond Jubilee) উৎসব উদযাপন কালে (রাণীর) কর্মচারীদের মাধ্যমে উপহার প্রদান করেন। আলোচিত গ্রন্থে হযরত আহমদ (আঃ) 'মসীহ' হওয়ার স্বীয় দাবী বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে পেশ করেন এবং তাঁর দাবীর সপক্ষে অন্যতম যুক্তি ইহাও ব্যক্ত করেন যে, বনি ইসরাঈলী মসীহ (আঃ)-এর জীবদ্দশায় যেখানে মাত্র গুটি কয়েক হাওয়ারী তাঁকে মেনেছিল সেস্থলে আহমদ (আঃ)-কে মান্যকারী এক বিশাল জামাত রয়েছে।

অতঃপর হযরত আহমদ (আঃ) ইসলামী জিহাদের মর্মার্থ এবং ইহার প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাপকভাবে তুলে ধরেন। সে সাথে সাধারণে প্রচলিত জিহাদ সম্পর্কিত ধারণার ব্যাপক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রদান করে উক্ত ধারণার ভ্রান্তি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেন।

যীশুখৃষ্ট বা হযরত ঈসা (আঃ)-কে অভিশপ্ত জ্ঞান করা গুরুতর অন্যায়। আল্লাহ-তায়ালার অন্যতম নিষ্পাপ নবী হযরত ঈসা (আঃ)-কে 'অভিশপ্ত' বলে আখ্যায়িত করা যে

নেহায়েত অযৌক্তিক এবং অমূলক তাহা তিনি অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর তিনি রাণীকে সুন্দর ও শাশ্বত সত্যে-পরিপূর্ণ ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে তাঁকে ইসলামে ঈমান আনয়নের উদাত্ত আহ্বান জানান।

ক্ষুদ্রকায় পুস্তিকার অবয়বে লিখিত পত্রটির শেষাংশে অনুষ্ঠিত এক সভা ; যাহাতে বৃটিশ-ভারতের রাণীর জন্য দোওয়া করা হয়, উহার বিবরণ সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রাণী যেন হেদায়াতের সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন তদুদ্দেশ্যে উক্ত সভায় যে দোওয়া করা হয় উহার উর্দু, পাঞ্জাবী, আরবী, ইংরেজী ও পার্শী অনুবাদের সমাবেশও গ্রন্থটিতে ঘটানো হয়েছে।

(৩৭) সিরাজউদ্দীন ঈসায়ী কি চার সাওয়ালোঁ কা জওয়াব
(খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারিটি প্রশ্নের উত্তর)

অধ্যাপক সিরাজউদ্দীন একজন মুসলমান ছিলেন। ধর্মান্তরিত হ'য়ে তিনি খৃষ্টান হ'য়ে যান। খৃষ্টান হওয়ার কিছুকাল পর তিনি কাদিয়ান গমন করে হযরত আহমদ (আঃ)-এর কল্যাণবর্ষী সাহচর্যের বরকতে ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্যের সঞ্জীবনী ধারায় আত্মসমর্পণ ক'রে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু কাদিয়ান হ'তে লাহোরে প্রত্যাগমন করলে অধ্যাপক সিরাজ উদ্দীন আবারও দাজ্জালী ফেৎনার কবলে পতিত হয়ে খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী হন, এবং যীশু'র ঈশ্বরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার প্রয়াসে হযরত আহমদ (আঃ)-এর নিকট চারিটি প্রশ্ন রাখেন। প্রশ্নগুলি কেবলমাত্র হযরত আহমদ (আঃ)-কে পত্ররূপে পাঠিয়েই সে ক্ষান্ত হোল না বরং জনসাধারণের হিত কামনায় সে উক্ত প্রশ্নগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত ক'রে প্রকাশ ও প্রচারও করল।

উক্ত প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ ছিল :

(ক) খ্রীষ্টানদের ধর্ম-মত অনুযায়ী পৃথিবীতে যীশুখ্রীষ্টের আগমন হয়েছিল মানব-জাতিকে ভালবেসে স্বীয় জীবন তাদের জন্য উৎসর্গ করতে। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তকের আগমনের উদ্দেশ্যেও কি এ দু'টি বিষয়ের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় ? অথবা, অধিকতর মঙ্গলদায়ক কোন উদ্দেশ্যের প্রকাশ তিনি ঘটিয়েছেন ; যাহা প্রেম-ভালবাসা ও কুরবানী (অর্থাৎ আত্মোৎসর্গ) অপেক্ষা উত্তম শব্দ দ্বারা প্রকাশ করতে হয় ?

(খ) তৌহীদের প্রতি মানবকে আকর্ষণ করাই যদি ইসলামের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে ইসলামের প্রাথমিক জামানায় য়াহূদীদের বিরুদ্ধে কেন জিহাদ করা হয়েছিল ? যেখানে কি'না ইহা সর্বজনবিদিত যে, য়াহূদীদিগের কিতাবে তৌহীদ ভিন্ন অপর কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। আবার যারা য়াহূদী বা একেশ্বরবাদী তাদের নাযাতের জন্য মুসলমান হওয়াই বা কেন জরুরী জ্ঞান করা হয় ?

(গ) মানুষ ও আল্লাহর প্রেমপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপনের উল্লেখ সমৃদ্ধ কুরআনী আয়াত-গুলি কি? বিশেষভাবে মানবের জন্য আল্লাহর প্রেম-প্রকাশক 'মহব্বত' বা 'হুব্ব'-এর ক্রিয়াপদ প্রকাশক আয়াত আছে কি?

(ঘ) যীশু-খৃষ্ট নিজ সম্পর্কে বলেছেন, "হে লোক সকল! যারা পরিশ্রান্ত ও ভারা ক্রান্ত; আমার কাছে এসো; আমি তোমাদিগকে প্রশান্তি দিব; এবং আমিই পথ-সত্য ও জীবন।"

ইসলাম প্রবর্তকও কি এরূপ বা অনুরূপ বাক্য তার নিজের সম্বন্ধে ব্যবহার করেছেন?

হযরত আহমদ (আঃ) উপরোল্লিখিত প্রশ্নগুলির অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যাবলীর বিশদ ব্যাখ্যা দান ক'রে উহার বিস্তারিত ও যথাযথ উত্তর দান ক'রে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আলোচ্য গ্রন্থটি প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনকারী এই গ্রন্থে তিনি বাইবেল (পুরাতন ও নতুন নিয়ম) তথা তালমুদ ও সুসমাচার ইত্যাদিতে বর্ণিত শিক্ষার উদ্ধৃতি উল্লেখ করে তৎমোকাবিলায় ইসলামের শিক্ষা ও কুরআন মজীদের বিধানের মহানুভব নীতিমালার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ইসলামের পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করেন। এই গ্রন্থটি ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রতিপন্নকারী এক অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পুস্তকের মর্যাদা রাখে।

এই গ্রন্থের শেষাংশে হযরত আহমদ (আঃ) খৃষ্টানদিগকে খৃষ্ট-ধর্মের সত্যতা প্রকাশে নিদর্শন প্রদর্শনের আমন্ত্রন জানান যেরূপ কি'না তিনি ইসলামের সত্যতার নিদর্শন প্রদান ক'রে থাকেন। তাদের অর্থাৎ খৃষ্টানদের এখন প্রমাণ করতে হবে যে—তাদেরও আল্লাহ-তায়ালা বাক্যালাপ দ্বারা অনুগৃহীত করেন।

তিনি অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও জোড়ালো দাবীর সাথে ঘোষণা প্রদান করেন যে, এরূপ নিদর্শন প্রদর্শনে ত্রিত্ববাদ বা অন্য কোন ধর্মমত আদৌ সক্ষম হবে না; কেননা এক্ষণে কেবলমাত্র ইসলামের জন্যই এ দরজাটি উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এ থেকে ইহাই দেদীপ্যমান রূপে প্রতি-ভাত হয় যে—পবিত্র কুরআন মজীদ আল্লাহতায়ালার কালাম এবং পবিত্র কুরআনে বর্ণিত প্রতিশ্রুতিসমূহ মহান আল্লাহতায়ালা প্রদত্ত অবধারিত ঐশী প্রতিশ্রুতিই বটে।

[**Introducing the books of the Promised Messiah** (P) – অবলম্বনে লিখিত]

—মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

"সেই ব্যক্তিও বড়ই নির্বোধ, যে এক দুরন্ত, পাপী, দুরাত্মা এবং দুরাশয় ব্যক্তির পীড়নে চিন্তিত; কারণ সে (দুরাশয় ব্যক্তি) নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। যদাবধি খোদা আকাশ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তদাবধি এরূপ ব্যাপার কখনও ঘটে নাই যে, আল্লাহ সাধু ব্যক্তিকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করিয়াছেন এবং তাহাদের অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া দিয়াছেন; বরং তিনি তাহাদিগের সাহায্যকল্পে চিরকালই মহা নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন এই এখনও করিবেন।" ['আমাদেরশিক্ষা' ৯৭ পৃঃ] —হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

হযরতের হিজরত

মক্কা নগরীতে বহে আনন্দের বন্যা, খুশীর জোয়ার—
ভোজ উৎসব হয়, বহে মদের বন্যা, উল্লাস চারিদিকে,
মুহাম্মাদ তাঁর লা-শরীক খোদাসহ হ'য়েছেন দেশ্ ছাড়া!
আবুজেহেল, আবুলাহাব যারা সমাজের অধিপতি
গর্বিত বুকে টুকা মেরে বলে কোথায় সর্বশক্তিমান খোদা?
আমরা থাকিতে মুহাম্মাদ হয় নবী, পাগল তবে কারে কয়?
কিন্তু হায়! পাগল তারাই যারা অহংকারী ছিল ভবে।
খোদার কুদরত, শক্তির খেলা বড়ই প্রজ্ঞাময়
কাফির-মুশরিকদের রশি ছেড়ে দিয়ে সর্বশক্তিমান
নিরীক্ষণ করেন তাদের ঔদ্ধত্যের সীমালংঘন।
তাদের অপকর্মের দলিল পাকা হ'য়ে গেলে অবশেষে
খোদার তক্বদীর গ্রাস করে তাদের চারিদিক থেকে।
তখন থাকে না সময় ফিরবার, তওবা করবার,
অস্বীকার করতে পারে না যালিমের দলে
সত্য নবীকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিয়েছিল কত খেলাচ্ছলে?
হযরতের সেই হিজরত অনন্য শিক্ষা জগতের তরে
আবুজেহেলেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত, চিহ্নিত বিপথগামী যালিম।
ইহাই সত্য, ইহাই ইতিহাস, হযরতের শ্রেষ্ঠ মোজেযা;
ইমাম মাহদী বিশ্বনবীর 'শ্রেষ্ঠ গোলাম' এসেছেন যবে
সবাই খড়্গহস্ত, ধ্বংস ক'রে দেবে খোদার নিদর্শনকে,
কিন্তু হায়! সেই সত্য ইতিহাস আজ ভুলে গেছে সবে!
অভিশপ্ত আবুজেহেল সাজতে কেহ নহে কম্পিত-বুক,
এদের চোখে পর্দা, কানে তালা, হৃদয়ে মোহর
এরাই সীমা লংঘনকারী, ধ্বংসই এদের তক্বদীর!

—মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান

ভুল সংশোধন

বিগত সংখ্যায় ৬৪তম সালানা জলসা সংক্রান্ত প্রকাশিত প্রতিবেদনে উক্ত সংখ্যার ৩৮ পৃষ্ঠায় তৃতীয় অধিবেশনের বক্তাদের মধ্যে শেষ বক্তা মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ যোগ হইবে। তেমনিভাবে উক্ত সংখ্যার ৪১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটিতে কেন্দ্রীয় বুজুর্গানদের ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সফরকালে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর-১ মোহতারম ভিজির আলী সাহেবও মেহমানদের সঙ্গে ছিলেন। ভুলবশতঃ উক্ত দুইটি নাম বাদ পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা দুঃখিত।

সংবাদ ঃ

কেন্দ্রীয় বুজুর্গানের জামাত পরিদর্শন

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা উপলক্ষে রাবওয়া থেকে আগত মোহতারম হাফেয মোযাফ্ফর আহমদ সাহেব, অধ্যাপক জামেয়া আহমদীয়া ও নায়েব সদর কেন্দ্রীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং মোহতারম মালেক মাহমুদ মজীদ সাহেব, এ্যাডভোকেট লাহোর হাইকোর্ট (পাকিস্তান) বিগত ২৫শে ফেব্রুয়ারী ৮৭ইং ঢাকা থেকে বিমান যোগে রাজশাহী সফর করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সদর মুরুব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। (সেখানে অনুষ্ঠিত সভা ইত্যাদির বিস্তারিত বিবরণ অত্র সংখ্যায় প্রকাশিত ভিন্ন প্রতিবেদনে দ্রষ্টব্য)। রাজশাহী থেকে একই দিন রাত দশটায় মোহতারম হাফেয মোযাফ্ফর আহমদ সাহেব ও মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব ট্রেনযোগে রংপুর রওয়ানা হন। জনাব বি, এ, এম আব্দুস সাত্তার সাহেবও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। সেখানে ২৬শে ফেব্রুয়ারী তারিখ বিকালে মুন্সী পাড়াস্থ মরহুম এ্যাডভোকেট বদরুদ্দীন সাহেবের বাসভবনে আয়োজিত এক সুধীসমাবেশে হাফেয মোযাফ্ফর আহমদ সাহেব এবং মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব সীরাতুন্নবী (সাঃ)-এর উপর সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। অতঃপর বাদ মাগরিব মুন্সী পাড়াস্থ মসজিদে রংপুর ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জামাত থেকে আগত আহমদী ভ্রাতাদের সমাবেশে মোহতারম হাফেয সাহেব তরবিয়তী বক্তৃতা করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। পরের দিন শুক্রবার মোহতারম হাফেয সাহেব জুমুআ'র নামায পড়ান এবং অত্যন্ত সারগর্ভ খোৎবা প্রদান করেন এবং বাদ জুমুআ' 'মুসলেহ মওউদ দিবস' উপলক্ষে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ এবং মোহতারম হাফেয সাহেব মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার পূর্ণতার বিষয়ে ঈমানবর্ধক বক্তব্য রাখেন। ২৭ তারিখ বিকালে জনাব বি, এ, এম, এ, সাত্তার সাহেবের সুব্যবস্থায় ট্রেনযোগে রওয়ানা হ'য়ে শেষ রাতে তাঁরা বগুড়া পৌঁছান। পথে বোনারপাড়া ষ্টেশন বগুড়া হ'তে আগত সেখানকার জামাতের প্রেসিডেন্ট, যয়িমে আ'লা, আনসারুল্লাহ ও কায়েদ, খোদ্দামুল আহমদীয়া মেহমানদের অভ্যর্থণার্থে উপস্থিত ছিলেন। বগুড়া মসজিদে বাদ যোহর সীরাতুন্নবী (সাঃ) অবলম্বনে তরবিয়তমূলক হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন মোহতারম হাফেয সাহেব এবং সদর মুরুব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। অতঃপর শান্তাহার হ'য়ে ১লা মার্চ তারিখে তাঁরা খুলনা পৌঁছান। উল্লেখযোগ্য যে, নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ জনাব তাসাদ্দুক হুসেন সাহেব রংপুর থেকে এই সফর শেষ অবধি কেন্দ্রীয় ওফ্দের সঙ্গে থাকেন। খুলনায় বাদ মাগরিব মসজিদে সমবেত সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিদের মধ্যে মোহতারম হাফেয সাহেব 'দাওয়াত ইলাল্লাহ' ও বিভিন্ন তরবিয়তী বিষয়ের দিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য রাখেন। ২রা মার্চ বিকালে

সুন্দরবন জামাতে পৌঁছার পর বাদ মাগরিব মসজিদে জামাতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে মোহতারম হাফেয সাহেব ঈমানবর্ধক বক্তৃতা করেন। বাংলায় উহার বিষয়বস্তু বুঝিয়ে বলেন সদর মুরুব্বী সাহেব। ২রা মার্চ সীরাতুন্নবী (সাঃ) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে স্থানীয় জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব জোনাব আলী সাহেব, মোহতারম হাফেয মোযাফ্ফর আহমদ সাহেব সারগর্ভ বক্তৃতা করেন এবং জনাব সদর মুরুব্বী সাহেব সভাপতির ভাষণ দান করেন। এই অনুষ্ঠানে লাজনার সদস্যাগণ এবং কিছু সংখ্যক অ-আহমদী ভ্রাতাও যোগদান করেন। পরিশেষে প্রশ্নোত্তর আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়; উহাতে মোহতারম হাফেয সাহেব বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। ৪ঠা মার্চ বাদ মাগরিব খুলনা মসজিদে আয়োজিত সীরাতুন্নবী (সাঃ) সভায় উভয়ে বক্তৃতা করেন এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। উল্লেখ্য যে, সফরকালে প্রতিটি জামাতে মেহমানদের আন্তরিক সেবা-যত্ন ও অনুষ্ঠানাদির সুব্যবস্থা করা হয়। যাঁরা এই সকল মহতী খেদমতে অংশগ্রহণ করেছেন, আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁদেরকে অশেষ পুরস্কারে ভূষিত করুন। (আহমদী রিপোর্ট)

মহব্বতভরা সালাম ও আন্তরিক শুকরিয়া জ্ঞাপন

মোহতারম হাফেয মোযাফ্ফর আহমদ সাহেব, অধ্যাপক জামেয়া আহমদীয়া ও নায়েব সদর কেন্দ্রীয় মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া করাচী থেকে ৮ই মার্চ প্রেরিত পত্র মারফত মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব ও মজলিসে আমেলা এবং সকল আহবাবে-জামাতকে মহব্বত ভরা সালাম জানিয়ে লিখেছেন:

আমি অপরাপর সকল বন্ধুদেরকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লেখার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। কিন্তু সহস্র সহস্র হৃদয়ের মহব্বতের জওয়াব দেয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে? আপনি 'পাক্ষিক আহমদী'র মাধ্যমে যদি সমীচীন মনে করেন তা'হলে আমার মহব্বত ভরা সালাম সকল জামাত এবং সেখানকার সকল সুহৃদ ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে পৌঁছিয়ে দিবেন এবং তাঁদের সকলকে আমার অনেক অনেক শুকরিয়া জানাবেন। আমার তো এই অবস্থা যে, আপনার জামাতকে স্মরণ ক'রে সমগ্র "জামাত আহমদীয়া বাংলাদেশ"-এর জন্য দোওয়া করি এবং আমি আশা রাখি যে, এই দোওয়াসমূহ ব্যর্থ হবে না, ইনশাআল্লাহ। .....জুমুআ'র নামাযেও সকলকে আমার সালাম পৌঁছিয়ে কৃতার্থ করবেন। মোহতারম এ্যাড-ভোকেট মালেক মাহমুদ মজিদ সাহেবও পত্র মারফত সকলকে সালাম জানিয়েছেন। উভয়ের সুস্বাস্থ্য, সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও দীর্ঘায়ুর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে দোওয়ার আবেদন জানানো যাচ্ছে। (—আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী)

সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা উদযাপিত

চট্টগ্রাম ঃ গত ২০শে ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার বাদ নামায মাগরিব চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মসজিদ প্রাঙ্গণে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তেলাওয়াত করেন জনাব মোযাফ্ফর আহমদ নিযামী সাহেব। অতঃপর দুরে সমীন থেকে "উওহ্ পেশওয়া হামারা" নযমটি অত্যন্ত সুলিলত কণ্ঠে পাঠ করেন জনাব কাউসার আহমদ সাহেব। উক্ত জলসায় প্রধান এবং একমাত্র বক্তা ছিলেন মরকয থেকে আগত মোহতারম প্রফেসার হাফেয মোযাফ্ফর আহমদ সাহেব। তিনি প্রায় দেড়ঘন্টা স্থায়ী এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় রাসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। আঁ-হযরত (সাঃ) কি ভাবে আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থেকে আল্লাহর হক আদায় করতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বান্দার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে বান্দার হক আদায় করতেন, হৃদয়স্পর্শি ঘটনাসমূহের বর্ণনা দিয়ে তা বুঝিয়ে দেন। এবং এরপর মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব (সদর মুরুব্বী) এর সারাংশ বাংলাতে সকলকে অবহিত করেন।

অতঃপর নযমুল মাহদী থেকে বাংলা নযম পাঠ করে শুনান মুহতারম মুহাম্মাদ আব্দুল হাদী সাহেব (ন্যাশনাল কায়েদ)। সবশেষে উপস্থিত আহমদী ও অ-আহমদী ভাইদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করা হয় এবং মিষ্টান্ন পরিবেশন ও দোওয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘটে। জলসায় সর্বমোট উপস্থিত ছিল ১৫৪ জন ভ্রাতা ও ভগ্নি যার মধ্যে ১৭ জন অ-আহমদী বন্ধু (যেরে তবলীগ) ছিলেন।

বিভিন্ন জামাতে জাঁমজমকপূর্ণ ভাবে মুসলেহ মওউদ দিবস উদযাপিত

(১) **চট্টগ্রাম ঃ** ২০শে ফেব্রুয়ারী রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ' চট্টগ্রাম আঞ্জুমানে হযরত 'মুসলেহ মওউদ' দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠের মাধ্যমে সভা আরম্ভ হয়। সদর মুরুব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, জামাতের মরকয হ'তে আগত বুজুর্গ মোহতারম মালেক মাহমুদ মজিদ সাহেব এবং সবশেষে জামেয়া আহমদীয়া, রাবওয়ার অধ্যাপক ও খোদ্দামুল আহমদীয়া মরকযীয়ার নায়েব সদর মাওলানা হাফেয মোযাফ্ফর আহমদ সাহেব হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সারগর্ভ তত্ব সমৃদ্ধ বক্তৃতা দান করেন। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। রিপোর্টার—সৈয়দ আহমদ

সিলেট ঃ ৬ই মার্চ '৮৭ইং বাদ জুমুআ' সিলেট আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে মুসলেহ মওউদ দিবস খোদাতায়ালার ফযলে অত্যন্ত সুন্দরভাবে উদযাপন করা হয়। জনাব

এ, টি, ওলী আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, নযম পেশ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে জনাব বারাহীন আহমদ ও কায়েদ জনাব এস, এম, রহমত উল্লাহ। এছাড়াও সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আতউর রহমান সাহেব। জেনারেল সেক্রেটারী জনাব আখতারুজ্জামান সাহেব মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ঐশী বাণী এবং তার পূর্ণতায় এ'যুগে আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব ও হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর সত্যতার জ্বলন্ত নিদর্শন বলে উল্লেখ করেন। সকলকে আপ্যায়ন ও দোওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। —মোঃ আখতারুজ্জামান

(৩) **নারায়ণগঞ্জ ঃ** আল্লাহ্‌তায়ালার খাস ফযল ও রহমতে গত ২০ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭ইং রোজ শুক্রবার বাদ নামায জুমুআ' সাফল্যের সহিত নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানে আহমদী-য়ার উদ্যোগে মুসলেহ মওউদ (রাঃ) দিবস পালিত হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব হেলালউদ্দিন আহমদ সাহেব উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন। মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোতামাদ জনাব মোবাশ্বের আহমদ সাহেবের কুরআন তেলাওয়াত-এর মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। তিফল কাউসার আহমদ সুললিত কণ্ঠে নযম পাঠ করে শুনান। অতঃপর অনুষ্ঠানে মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত মহান ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা ও হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর অসাধারণ কর্মময় জীবনের উপর বক্তব্য রাখেন মৌলভী আনোয়ার আলী সাহেব, জনাব রফিউদ্দিন আহমদ সাহেব, জনাব এ, টি, এম শফিকুল ইসলাম সাহেব এবং জামাতের মোয়াল্লেম জনাব আবুল খায়ের সাহেব। পরিশেষে সভাপতি সাহেব উক্ত দিবস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। অতঃপর দোওয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উপস্থিত সকলকে মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হয়েছিল। খাকসার—মঈনউদ্দিন আহমদ

(৪) **রাজশাহী ঃ** গত ২০শে ফেব্রুয়ারী '৮৭ রোজ শুক্রবার রাজশাহীস্থ আঞ্জুমান-ই-আহমদীয়ার উদ্যোগে মুসলেহ মওউদ (রাঃ) দিবস পালিত হয়। জুমুআ'র নামাযের পর স্থানীয় জমাতের প্রেসিডেন্টের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফিয আঃ আহাদ সাহেব, বক্তৃতা করেন জনাব আব্দুল জলিল সাহেব, জনাব বজলুর রহমান সাহেব (ম্যানেজার সোনালী ব্যাংক), অধ্যাপক তারিক সাইফুল ইসলাম সাহেব, জনাব তারেক আহমদ চৌঃ (মোতামাদ) ও জনাব আতাহারুজ্জামান। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব বি, এ, এম, আঃ সাত্তার সাহেব হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক দিয়া বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরিশেষে মিষ্টি বিতরণের পর দোওয়ার মাধ্যমে এই মহতী অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। —তারেক আহমদ চৌধুরী

(৫) **ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ** ব্রাহ্মণবাড়ীয়াস্থ মসজিদে মোবারকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ডাক্তার আনওয়ার হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে 'মুসলেহ মওউদ দিবস' উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জনাব মোশাররফ হুসেন কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং জনাব আকবর আহমদ নযম পাঠ করেন। সভাতে হযরত

মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর জন্ম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী এবং তাঁর দীর্ঘ ৫২ বৎসর খিলাফত কালীন জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গভীর তত্ব ও তথ্যাবলীসম্বলিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন সর্বজনাব শেখ আবদুল আলী, কাউসার আহমদ এবং আনুমিঞা খন্দকার। অতঃপর সভাপতির ভাষণ হিসেবে মুসলেহ মওউদ (রাঃ)-এর কর্মময় জীবনের উপর সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন ডাক্তার আনওয়ার হুসেন সাহেব। —শেখ আবদুল আলী

(৬) **তারুয়াঃ** বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী বাদ মাগরিব যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত মুসলেহ মওউদ দিবস উদযাপন উপলক্ষে তারুয়া আহমদীয়া মসজিদে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট মৌঃ ডঃ আহমদ আলী সাহেব। কুরআন পাক তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর তিনি, স্থানীয় মোয়াল্লেম জনাব আঃ রহমান এবং জামাতের কয়েকজন সদস্য মুসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও উহার পূর্ণতা এবং আমাদের দায়িত্বাবলীর উপর আলোকপাত ক'রে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন।

রাজশাহীতে কেন্দ্রীয় বুজুর্গানের আগমনে প্রানবন্ত আলোচনা অনুষ্ঠান

গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী/৮৭ মরক্য হ'তে আগত মেহমান জনাব অধ্যাপক হাফেয মোযাফ্‌ফর আহমদ সাহেব, এ্যাডভোকেট জনাব মালিক মাহমুদ মজিদ সাহেব, ও সদর মুরুব্বী মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব সহ একটি কাফেলা ঢাকা হ'তে রাজশাহী বিমান বন্দরে পৌছলে স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট ও কায়েদ বিমান বন্দরে তাঁদেরকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান এবং পরে মসজিদের জন্য ক্রয়কৃত জমিতে গিয়ে মেহমানগণ পরিদর্শন ও দোওয়া করেন। বৈকাল ৫ ঘটিকায় রাজশাহী নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ অডিটরিয়ামে বিশ্ব ধর্ম সমূহ ও ইসলামের প্রেক্ষাপটে বিশ্ব মানবতা ও সমস্যা সমাধান এই বিবয়টির উপর এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব বি, এ, এম, এ, সাত্তার সাহেব। কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আতা-হারুজ্জামান, নযম পাঠ করেন জনাব আরিফুজ্জামান (কায়েদ)। অতঃপর মেহমানগণ উপরোক্ত বিষয়টির উপর সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন। শ্রোতাদের সুবিধার্থে মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব বাংলা তরজমা করেন। অতপর শ্রোতাদের প্রশ্ন-উত্তর দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও শহরের বিভিন্ন গণামান্য ব্যক্তিবর্গ সহ মোট ২০০জন উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মজলিসে খুদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে উক্ত অনুষ্ঠানে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

অতঃপর বাদ মাগরিব স্থানীয় প্রেসিডেন্টের বাসায় রাজশাহী, পুরুলিয়া, কাফুরিয়া ও আশে-পাশের জামাতের সদস্যগণকে লইয়া এক জামাতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর মোহতারম হাফেয মোযাফ্‌ফর আহমদ সাহেব এবং মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব রাত ১০ ঘটিকায় ট্রেনযোগে রংপুরের উদ্দেশে এবং পরবর্তী দিন মোহতারম মালেক মাহমুদ মজিদ, সাহেব বিমানযোগে ঢাকার উদ্দেশ্যে রাজশাহী ত্যাগ করেন।

—আরিফুজ্জামান (কায়েদ) মঃ খোঃ আঃ

ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফযল ও রহমে গত ৫ ও ৬ই মার্চ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার ক্রোড়া আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে সুরম্য সামিয়ানার নীচে ক্রোড়া আঃ আঃ এর ৫২তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এই জলসায় মহিলাদের জন্য আলাদা প্যাণ্ডেলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্থানীয় এবং বিভিন্ন জামাত থেকে পাঁচ শতাধিক লোকের সমাগম হয়েছিল। জলসা চলাকালীন সময়ে অত্র এলাকার বেশ কিছু গন্যমান্য অ-আহমদী লোক উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁরা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত জলসা শুনেন এবং পরবর্তীতে এই ধরনের জলসা করার জন্য আমাদেরকে উৎসাহ দেন।

জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন ৫ই মার্চ, বিকাল ৩টা হ'তে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলে। এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন জনাব আব্দুল জাহের হাজারী সাহেব। কুরআন পাঠ করেন জনাব হারুনুর রশীদ ভূইয়া সাহেব। নযম পাঠ করেন জনাব এস এম বরকত উল্লাহ সাহেব। সাদাকাতে মসীহ মওউদ (আঃ), হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনাদর্শ, ইলাহি জামাতের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাহার ফলাফল এই বিষয়গুলির উপর বক্তৃতা করেন জনাব ডাঃ আনোয়ার হুসেন সাহেব, জনাব মাওলানা ফারুক আহমদ সাহেব (সদর মুরুব্বী) এবং আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। বক্তৃতার পূর্বে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল কাইউম ভুইয়া সাহেব। জলসার সমাপ্তির পর প্রশ্ন-উত্তর আলোচনা হয়।

জলসার দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন সকাল ৮-৩০মি হ'তে ১১-৩০মিঃ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়! উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মাযহারুল হক সাহেব। কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয সেকান্দার আলী সাহেব। নযম পাঠ করেন হাবিবুল্লাহ সাহেব। কুরআন করীমের ফযিলত, ইকামতে সালাত, লাজনা এমাউল্লাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং কলেমার মাহাত্ম্যের উপর বক্তৃতা করেন মৌলভী সালাহ উদ্দিন খন্দকার সাহেব, মাওলানা ফারুক আহমদ সাহেব, মৌলভী ওবায়দুর রহমান ভূঞা সাহেব এবং আল-হাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন জুমুআ'র নামাযের পর অর্থাৎ বিকাল ২-৩০মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬-০০ পর্যন্ত চলে। উক্ত অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঞা সাহেব। কুরআন পাঠ করেন জনাব হাফিয জামাল উদ্দিন সাহেব এবং উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব এস, এম আবদুল হক। তারপর আখেরী জামানার নিশান ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমন, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার ও আহমদীয়া জামাত, বারাকাতে খিলাফত, মালী কুরবানী ও দাওয়াতে ইলাল্লাহ প্রভৃতি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন জনাব হাফিয সিকান্দর আলী সাহেব, অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব, আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব এবং জনাব ওবায়দুর রহমান ভূঞা সাহেব। জলসায় কামিয়াবীর জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করে খাকসার। পরিশেষে দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রিপোর্টার—এনামুল হক ভূঞা, সেক্রেটারী, জলসা কমিটি, ক্রোড়া,

বিভিন্ন জামাতে অনুষ্ঠিতব্য জলসা

উথলি (কুষ্টিয়া) আঃ আঃ-এর বার্ষিক জলসা ২০ ও ২১শে মার্চ, সুন্দরবন (খুলনা) আঃ আঃ-এর বার্ষিক জলসা ২৩ ও ২৪শে মার্চ, '৮৭ এবং আহমদনগর (দিনাজপুর) আঃ আঃ-এর বার্ষিক জলসা ১০ ও ১১ই এপ্রিল '৮৭ অনুষ্ঠিত হইবে ইনশা'ল্লাহ।

উক্ত জলসাগুলিতে যথাসাধ্য যোগদান এবং উহাদের পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য সকল জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার অনুরোধ জানানো যাইতেছে।

তবলীগি সভা

আল্লাহ্‌তায়ালার ফযলে গত ২০শে জানুয়ারী রোজ মঙ্গলবার শালগাঁও আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে স্থানীয় কায়েদ সাহেবের বাড়ীতে "শেষ যুগ ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমণ" শীর্ষক মাসিক তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব হুত মিয়া, স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট।

অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোঃ সেলিম খান, স্থানীয় মজলিসের কায়েদ, নযম পাঠ করেন মোঃ শাহ আলম। তারপর নির্ধারিত বিষয়ে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে মোঃ সেলিম খান, জনাব আঃ আউয়াল ও খাকসার। সভায় কিছু সংখ্যক গয়ের আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নি উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট সাহেব দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ সমাপ্ত করেন। সভায় উপস্থিত সকলকে চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়। —মোঃ উমর ফারুক

উৎসাহব্যঞ্জক খেদমতে খাল্‌ক কর্মসূচী ঃ

কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ২০-২-৮৭ ইং তারিখে এক বিশেষ খেদমতে খালক-এর কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। প্রকাশ থাকে যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের ধর্মঘট লোকালে রাজশাহী থেকে চট্টগ্রাম গামী বাহাদুরাবাদ মেইল ট্রেন ১৮ ঘন্টা পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া রেলষ্টেশনে আটকা পড়ে থাকে। ঐ সময় আটকা পরা ট্রেনের যাত্রীগণ দারুণ খাদ্যাভাবে পতিত হয়। কুমিল্লা এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া মজলিসের সদস্যদের উদ্যোগে আটকে পড়া যাত্রীদের মধ্যে রুটি, গুড়, ভাত, তরকারী, পানি ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। উক্ত কর্মসূচীতে ২৫জন খাদেম ও ১জন তিফল অংশগ্রহণ করে।

উল্লেখ্য, যে, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার এই উদ্যোগ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহরে সব স্তরের মানুষের প্রশংসা কুড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। আল্লাহ্‌তায়ালা যেন এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে বা-বরকত এবং অন্যের জন্য নমুনার কারণ করেন। —মোস্তাক আহমদ খন্দকার

শুভ বিবাহ

১। গত ৬/৩/৮৭ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ' ঢাকা মসজিদে রংপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মমতাজ উদ্দিন আহমদ-এর প্রথমা কন্যা সেলিনা আখতার (মিনু)-এর শুভ বিবাহ ঢাকার পল্লবীস্থ মোহতারম মকবুল আহমদ খান সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র জনাব মাহমুদ আহমদ খান-এর সহিত ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা দেন মোহর ধার্যে সু-সম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক সাহেব।

২। গত ৮/৩/৮৭ইং তারিখ রোজ রবিবার বাদ মাগরিব রংপুর জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মমতাজ উদ্দিন আহমদ-এর দ্বিতীয়া কন্যা নাসিমা খানম (রিমু)-এর শুভ বিবাহ রিকাবী বাজার, মুন্সীগঞ্জ নিবাসী মরহুম মুন্সী ছমির উদ্দিন সাহেবের চতুর্থ পুত্র জনাব

আসাদুজ্জামান এর সহিত ৬০,০০১/—(ষাট হাজার এক) টাকা দেন মোহরধার্যে মুহাম্মাদ জাহিদুর রহমান-এর মুহাম্মাদপুরস্থ বাসায় সু-সম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহ পড়ান মোহতারম মকবুল আহমদ খান।

উভয় বিবাহ বা-বরকত হওয়ার জন্য সকল আহমদী ভাই-বোনদের নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন রহিল। —মুহাম্মাদ জাহিদুর রহমান

সন্তান তওল্লাদ

১। আল্লাহ্‌তায়ালার অশেষ ফযলে গত ২২শে ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাত্রি ৯-৪০ টায় আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের এক পুত্র সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। উল্লেখযোগ্য যে নবজাতক ঘাটুরা জামাতের প্রবীণ আহমদী মরহুম জনাব মুন্সি মিয়া সাহেবের পৌত্র।

সকল আহমদী ভাই ও বোনদের নিকট দোয়ার দরখাস্ত করছি যাতে নবজাতক সুস্বাস্থ্য-দীর্ঘায়ু ও সর্বোপরি জামাতের উত্তম খাদেম হয়। —মোঃ মুসা মিয়া

২। গত ৩০শে জানুয়ারী '৮৭ইং রোজ শুক্রবার বিকাল সোয়া ৪ ঘটিকায় আল্লাহ্‌-তা'লা আমাদেরকে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। নবজাতক যাতে সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ এবং সর্বোপরি জামাতের একজন খাদেম রূপে গড়ে উঠতে পারে তার জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি। —কামরুজ্জামান

শোক সংবাদ

১। বড়ই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে জানানো যাইতেছে মৌড়াইল (নাগরবাড়ী) ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী জনাব ছায়েব আলী (৬০) ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজেউন। মরহুম বিগত ১৯৫৮ সনে বয়েত গ্রহন করেছিলেন এবং নিকট আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের চরম মোখালেফাতের মোকাবিলায় তিনি ছিলেন অচল অটল। মৃত্যুকালে তিনি দুই বিবি, ছয় ছেলে, ছয় মেয়ে এবং কতিপয় দৌহীত্র ও দৌহিত্রী এবং বহু আত্মীয় স্বজন রেখে গেছেন। আল্লাহ্‌তা-য়লার ফযলে তাঁর জীবদ্দশায়ই ছয়টি মেয়ের প্রত্যেকেই নেক ও মুখলেস পাত্রের কাছে বিবাহ দিয়ে গেছেন। মরহুমের জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সংসারের যাবতীয় ঝামেলা উপেক্ষা করে তিনি নিয়-মিত চাঁদা আদায় করতেন এবং জামাতের প্রতিটি অনুষ্ঠানে (যেমন, জুমুআ' তারাবিহ, ইজতেমা ও জলসা সমূহ) সর্বদাই নিজের অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেদেরকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত থাকতেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিগণের কাছে মরহুমের রুহের মাগফিরাতের জন্য খাস দোওয়ার আবেদন করছি।

২। অতীব ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লিখিতেছি যে, বিগত ২৩/২/৮৭ইং রোজ সোমবার বিকাল ৬ঘটিকায় কটিয়াদি আঃ আঃ অন্তর্গত প্রেমারচর গ্রামের প্রবীন আহমদী মৌঃ সিদ্দিক হুসেন সাহেব হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হইয়া হালুয়া পাড়া গ্রামে তাঁহার ছেলের বাসায় ইন্তেকাল করিয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে..... রাজেউন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় ৭০ বৎসর। মরহুম এক স্ত্রী ও ২ ছেলে এবং ৬জন মেয়ে এবং বহু নাতি-নাতিনী ও অনেক গুণগ্রাহী রাখিয়া গিয়াছেন। উল্লেখ্য তিনি ছিলেন মাওলানা তালেব হুসেন সাহেবের ১ম পুত্র।

৩। বিগত ৪ঠা মার্চ ১৯৮৭ইং তারিখ উক্ত জামাতের চর আলগী গ্রামের প্রবীণ আহমদী মৌঃ আব্দুস শহিদ সাহেব ৯০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহে..... রাজেউন। মৃত্যুকালে মরহুমের ৫জন ছেলে, ১জন মেয়ে, অনেক নাতি-নাতিনী ও গুণগ্রাহী রেখে যান। তাহাদের উভয়কেই তাঁহাদের পারিবারিক কবরস্থানে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে দাফন করা হয়। তাঁহাদের উভয়ের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে প্রত্যেক আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নীদের নিকট দোওয়ার আবেদন জানানো যাইতেছে। মোঃ সেকান্দার আলী

শতবার্ষিকী আহমদীয়া জুবলী পরিকল্পনার রূহানী কর্ম-সূচী

শতবার্ষিকী আহ্‌মদীয়া জুবলীর বিশ্বব্যাপী রূহানী পরিকল্পনা সফলতার উদ্দেশ্যে সৈয়দেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রাঃ) জামাতের সামনে দোওয়া এবং ইবাদতের যে এক বিশেষ কর্ম-সূচী রাখিয়াছিলেন, উহা সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) জামায়াতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার প্রথম শতবার্ষিকী পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত অর্থাৎ আগামী ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে সোম বা বৃহস্পতিবারের কোন এক দিন জামায়াতের সকলে নফল রোজা রাখুন।

(২) এশার নামাযের পর হইতে ফজর নামাযের আগ পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক দিন ২ রাকায়াত নফল নামায পড়িয়া ইসলামের বিজয়ের জন্য দোওয়া করুন।

(৩) প্রত্যহ কমপক্ষে সাতবার সুরা ফাতিহা গভীর মনোনিবেশ সহ পাঠ করুন।

(৪) নিম্নলিখিত দোওয়া নির্ধারিত সংখ্যায় প্রত্যহ পাঠ করুন :—

(ক) "সুবহানাল্লিহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আযিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলে মুহাম্মদ" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ পবিত্র নির্দোষ এবং তিনি তাঁহার সার্বিক প্রশংসা সহ বিরাজমান। তিনি পবিত্র, মহান। হে আল্লাহ, মোহাম্মদ এবং তাঁহার বংশধর ও অনুগামীগণের উপর বিশেষ কল্যাণ বর্ষণ কর।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(খ) "আসতাগ ফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যামবিউ ওয়া আতুবু ইলাইহি" অর্থাৎ, "আমি আমার রব্ব্ আল্লাহ্‌র নিকট আমার সকল পাপের ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং তাঁহার নিকট তৌবা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ৩৩ বার

(গ) "রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরিন" অর্থাৎ, "হে আমার রব, আমাদিগকে পূর্ণ ধৈর্য্য দান কর এবং আমাদের পদক্ষেপ সুদৃঢ় কর এবং আমাদিগকে অবিশ্বাসী দলের মোকাবিলায় সাহায্য ও সফলতা দান কর। —দৈনিক ১১ বার

(ঘ) "আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরুরিহিম" অর্থাৎ, "হে আল্লাহ, আমরা তোমাকে তাহাদের অন্তরে বা মোকাবিলায় রাখি, (যাহাতে তুমি তাহাদের মনে ভীতি সঞ্চার কর বা তাহাদিগকে বিরত রাখ) এবং আমরা তাহাদের দুষ্কৃতি ও অনিষ্ট হইতে তোমারই আশ্রয় ভিক্ষা করি।" —দৈনিক কমপক্ষে ১১ বার

(ঙ) "হাসবুন্নাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মউলা ওয়া নি'মান নাসির" অর্থাৎ, "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক, তিনিই উত্তম প্রভু ও অভিভাবক এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

(চ) "ইয়া হাফিযু, ইয়া আযিযু ইয়া রাফিকু, রাব্বি কুল্লু শাইয়িন খাদিমুকা রাব্বে ফাহ্‌ফাযনা ওয়ানসুরনা ওয়ারহামনা" অর্থাৎ, হে হেফাযতকারী, হে পরাক্রমশালী, হে বন্ধু, হে রব প্রত্যেক জিনিস তোমার অনুগত ও সেবক, সুতরাং আমাদিগকে রক্ষা কর, সাহায্য কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর।" —যত অধিক সংখ্যায় পড়া যায়

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

H. Ahmed.

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মউওদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য, এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার সত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম ?"

"আলা ইন্না লা নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ,"সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

('আইয়ামুস সুলেহ,' পৃঃ ৮৬-৮৭)।

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya

4 Bakshibazar Road, Dhaka-11. Phone No. 501379

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar